Visit http://www.asram.org

২২শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৪:১-২৭

যুদা-রাজ আমাজিয়া ও ইস্রায়েল-রাজ ২য় যেরবোয়াম

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের দ্বিতীয় বছরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দাইন, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, আমাজিয়া তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত কাজ না করলেও তবু তিনি সব দিক দিয়ে তাঁর পিতা যোয়াশের মত কাজ করলেন। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত।

রাজ্য যখন তাঁর হাতে দৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; কিন্তু তিনি মোশীর বিধান-পুস্তকে লেখা কথা অনুসারে সেই খুনীদের ছেলেদের হত্যা করলেন না; কেননা প্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, '*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।*'

তিনিই লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের পরাজিত করে তাদের দশ হাজার লোক হত্যা করলেন; সেই যুদ্ধে তিনি শৈলটা হস্তগত করে তার নাম যক্তেল রাখলেন—আজও সেই নাম রয়েছে।

তখন আমাজিয়া দূত পাঠিয়ে যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশকে বললেন, 'এসো, আমরা একে অপরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে বলে পাঠালেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ে বিবাহ দাও। ইতিমধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। আচ্ছা, তুমি এদোমকে পরাজিত করেছ, আর এখন তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। বড়াই কর, কিন্তু তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না। তাই ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অপরের সম্মুখীন হলেন। যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। ইস্রায়েলের রাজা বেথ্-শেমেশে আহাজিয়ার পৌত্র যেহোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুসালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। তিনি প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা, রুপো ও পাত্র পেলেন, তা সবই লুট করে, আর সেই সঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।

যেহোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যেহোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেরবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যেহোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন। আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? যেরুসালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে যেরুসালেমে আনা হল, আর দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যেরুসালেমে সমাধি দেওয়া হল। তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী আজারিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাৎ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়ার পঞ্চদশ বছরে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের সন্তান যেরবোয়াম সামারিয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন দাস গাৎ-হেফেরীয় আমিত্তাইয়ের সন্তান নবী যোনার মধ্য দিয়ে যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনিই হামাতের প্রবেশস্থান থেকে আরাবার সমুদ্র পর্যন্ত ইস্রায়েলের এলাকা পুনর্জয় করলেন, কেননা প্রভু ইস্রায়েলের চরম দুর্দশা দেখেছিলেন: হ্যাঁ, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষ হোক এমন কেউই আর ছিল না যে, ইস্রায়েলের সাহায্যে আসতে পারবে। কিন্তু প্রভু স্থির করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নিচ থেকে মুছে দেবেন না; তাই তিনি যোয়াশের সন্তান যেরবোয়ামের হাত দ্বারা তাদের ত্রাণ করলেন।

শ্লোক আমোস ৯:৭,৮; ৫:১৪

℣ আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনিনি? প্রভুর উক্তি: দেখ, পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ।
℟ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।
℣ মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার; তবেই প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।
℟ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।

প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ

আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব; কারণ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত বলে মৃন্ময়, দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত বলে স্বর্গীয়। প্রিয়জনেরা, এভাবে চললে আমরা কখনও মরব না। আমাদের এ দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আমরা খ্রীষ্টে জীবিত থাকব, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।*

তাই ঈশ্বরের বাণী অনুসারে আমরা নিশ্চিত আছি যে, আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব ও ঈশ্বরের সকল পুণ্যজন জীবিত আছেন। প্রভু স্পষ্টই বলেছেন তাঁরা জীবিত আছেন, কারণ যিনি তাঁদের ঈশ্বর, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর, মৃতদের নয়। নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ*; খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবার জন্য আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছি। আরও, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়।*

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ তো আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া আমরা যদি কেবল এই সংসারেই প্রত্যাশা রাখি, তবে সকল মানুষের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা, কেননা—যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ—আমাদের পার্থিব জীবনের আয়ু ততখানি দীর্ঘ, যতখানি দীর্ঘ পশু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের আয়ু, এমনকি ততখানি দীর্ঘও নয়!

কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, তাই লাভ করা, নিজ আত্মা দ্বারা খ্রীষ্ট যা দান করেছেন, তথা অনন্ত জীবন—অবশ্যই, আমরা যদি আর কখনও পাপ না করি। কেননা মৃত্যু যেমন পাপের কারণে আগত, তেমনি পবিত্রতা দ্বারা আমরা মৃত্যু থেকে মুক্তি পাই: জীবন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু পবিত্রতা দ্বারা পরিত্রাণ পায়। *পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।*

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, খ্রীষ্টই আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন; তাতে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করলেন ও আমাদের প্রতিকূল সেই ঋণপত্র ক্রুশে বিদ্ধ করায় মুছে দিলেন। নিজ মাংস ত্যাগ করে তিনি যত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শক্তিহীন করে দিয়ে সকলের চোখের সামনে নিজের বিজয়যাত্রার পশ্চাদ্ভাগে তাদের বন্দি অবস্থা প্রকাশ্য করলেন। যারা বেড়িতে আবদ্ধ ছিল, তিনি তাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তাদের মুক্ত করে দিলেন, যেমনটি দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, *প্রভু পতিতকে টেনে তোলেন, প্রভু শৃঙ্খলিতকে মুক্ত করেন, প্রভু খুলে দেন অন্ধের চোখ*; আরও, *তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল। তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব।*

আমরা তখনই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি, যখন যাদের সেবা করে এসেছিলাম, সেই শয়তান ও তার সেই সকল সমর্থকদের প্রত্যাখ্যান করে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জয়ধ্বজার কাছে এসে একত্র হয়েছি। আমরা যখন খ্রীষ্টের নাম ও রক্তে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখন যেন আর তাদের দাস না হই।

অতএব, প্রিয়জনেরা, এসো, একথা মনে রাখি যে, আমরা একবারই মাত্র স্নাত, একবারই মাত্র মুক্ত, একবারই মাত্র অনন্ত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি। যাদের পাপমোচন ও অপরাধের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, তারা একবারই মাত্র ধন্য। সুতরাং যা পেয়েছ, তা শক্ত করেই ধরে রাখ, মনের আনন্দেই তা রক্ষা কর: আর পাপ নয়। প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ।

শ্লোক ১ করি ১৫:৪৭,৪৯; কল ৩:৯,১০

প্র প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত।

উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

প্র তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত হচ্ছে।

উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

সোমবার

প্রথম পাঠ - আমোস ১:১–২:৩

জাতিসকলের উপরে ঈশ্বরের বিচার

আমোসের বাণী, যিনি তেকোয়ার রাখালদের একজন। তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে, ভূমিকম্পের দু' বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে নানা দর্শন পান।

তিনি বললেন:
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
রাখালদের চারণভূমি উৎসন্ন হয়ে পড়েছে,
কার্মেলের পর্বতচূড়া শুষ্ক হয়ে গেছে।

প্রভু একথা বলছেন:
দামাস্কাসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা লৌহ শস্যমাড়াইযন্ত্রে গিলেয়াদকে মাড়াই করেছে।
আমি হাজায়েল-কুলের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বেন্-হাদাদের সমস্ত প্রাসাদ!
আমি দামাস্কাসের অর্গল ভেঙে ফেলব,
বিকাথ-আবেনের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে বেথ্-এদেনের রাজদণ্ড,
এবং আরামের লোকদের কিরে দেশছাড়া করা হবে;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।
প্রভু একথা বলছেন:
গাজার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা এদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
বহু বহু জাতিকে দেশছাড়া করেছে;
আমি গাজার নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!
আমি আস্দোদের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে আস্কালোনের রাজদণ্ড;
আমি এক্রোনের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব,
তখন ফিলিস্তীনিদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে,
তারাও বিনষ্ট হবে;—একথা বলছেন প্রভু পরমেশ্বর।
প্রভু একথা বলছেন:
তুরসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা ভ্রাতৃসন্ধি স্মরণ না করে
এদোমের হাতে বহু বহু বন্দিকে তুলে দিয়েছে;
আমি তুরসের নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!
প্রভু একথা বলছেন:
এদোমের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ সে খড়্গ দ্বারা তার আপন ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করেছে,
তার প্রতি একটুও করুণা দেখাতে অস্বীকার করেছে;
বরং ক্রোধ নিত্যই জাগিয়ে রেখেছে,
অন্তরে কোপ নিরন্তর পোষণ করেছে;
আমি তেমানের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বস্রার সমস্ত প্রাসাদ!
প্রভু একথা বলছেন:
আম্মোনীয়দের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তাদের চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ নিজেদের সীমানা বিস্তারিত করার জন্য
তারা গিলেয়াদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছে;
আমি রাব্বার নগরপ্রাচীরে আগুন ধরাব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ—
এমন শব্দের মধ্যে, যা যুদ্ধের দিনে রণনিনাদের মত,
যা ঝড়ো বাতাসের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত;
তাদের রাজা নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
সে ও তার সঙ্গে তার নেতা সকলেও চলে যাবে;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

প্রভু একথা বলছেন :
মোয়াবের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ এদোমের রাজার হাড় চুনে পুড়িয়ে দিয়েছে ;
আমি মোয়াবের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে কেরিয়োতের সমস্ত প্রাসাদ,
এবং রণনিনাদ ও তুরিধ্বনির মধ্যে
মোয়াব সেই কোলাহলে প্রাণ ত্যাগ করবে ;
তার মধ্য থেকে আমি বিচারকর্তাকে উচ্ছেদ করব,
তার সকল জনপ্রধানকেও সংহার করব তার সঙ্গে ;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক সাম ৯ :৮,৯ ; আমোস ১ :২
℣ প্রভু বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন : ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,
℟ তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।
℣ প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন, যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;
℟ তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র ১ :১–২ :৫

জীবন-প্রত্যাশাই
আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি

পুত্র-কন্যারা, তোমাদের যিনি ভালবাসেন, সেই প্রভুর নামে আমি তোমাদের কাছে শান্তি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের উপকার সত্যিই মহান ও ঐশ্বর্যপূর্ণ : এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত, বিশেষভাবে একথা জেনে যে, অনুগ্রহ ও আত্মিক দানগুলি গ্রহণ ক'রে তোমাদের আত্মা ধন্য ও গৌরবময়। আর আমি আমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা নিয়ে অধিকতর ভাবে আনন্দিত, কারণ তোমাদের মধ্যে সত্যিই দেখতে পাচ্ছি, প্রভুর উৎস কতই না প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর আত্মা বর্ষণ করল ; যার ফলে যাদের দেখতে বাসনা করছিলাম, সেই তোমাদের দর্শনে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুতরাং এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, ও এ বিষয়েও সচেতন হয়ে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি প্রভুর ধর্মপথে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, আমি আমার প্রাণের চেয়ে তোমাদেরই ভালবাসতে সর্বোপরি বাধ্য, কারণ প্রভুর জীবনলাভের প্রত্যাশায় তোমাদের অন্তরে মহাবিশ্বাস ও ভালবাসা বাস করছে। তাই একথা ভেবে যে, আমি যা যা পেয়েছি, যদি তোমাদের খাতিরে তোমাদের সঙ্গে তার সহভাগিতা করি, তাহলে তেমন প্রাণের সেবা করেছি বিধায় আমি নিজের জন্য মজুরি লাভ করব ; এজন্য আমি তৎপরতার সঙ্গেই তোমাদের কাছে ছোট একটা পত্র প্রেরণ করছি, যাতে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জ্ঞানও সিদ্ধি লাভ করে।

প্রভুর মহাতত্ত্ব তিনটে : জীবন-প্রত্যাশা হল আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি ; ধর্মময়তা হল বিচারের সূচনা ও সমাপ্তি ; আনন্দ ও স্ফূর্তির ভালবাসা হল ধর্মময় কর্মের সাক্ষ্য। কেননা নবীদের দ্বারা প্রভু আমাদের কাছে প্রাক্তন ও বর্তমান বিষয়-বস্তু জ্ঞাত করেছেন, ও ভাবী বিষয়ের প্রথমফল আস্বাদন করতে আমাদের সক্ষম করেছেন ; আর আমরা যখন দেখতে পাই, এ সমস্ত বিষয় একটার পর একটা তাঁর কথামতই বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন অধিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রভুভয়ের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমি কিন্তু তোমাদের এমন কিছু দেখাব, যা এ বর্তমান কালেও তোমাদের পক্ষে উপকারী হবে—তবু আমি গুরুর মত নয়, তোমাদের একজনেরই মত কথা বলব।

যেহেতু এ যুগ অমঙ্গলময় ও অমঙ্গলের সাধক নিজেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছে, সেজন্য আমাদের উচিত, নিজেদের নিয়ে সতর্ক থাকা ও প্রভুর ইচ্ছা মনোযোগের সঙ্গে খোঁজ করা। এতে ভয় ও ধৈর্য হল আমাদের বিশ্বাসের সহায়, এবং সহিষ্ণুতা ও শুচিতা হল আমাদের মিত্র। এগুলো টিকে থাকলে ও আমরা প্রভুর সম্মুখে উচিত আচরণ করলে, তবে প্রজ্ঞা, সদ্বিবেচনা, উপলব্ধি ও জ্ঞান সেগুলির সঙ্গে আনন্দ করবে। কেননা সকল নবী দ্বারা তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর পক্ষে বলিদান কি আহুতি কি অর্ঘ্যের কোন প্রয়োজন নেই, যেভাবে প্রভু এক স্থানে বলেছেন : *তোমাদের অসংখ্য বলিদান নিয়ে আমার কী? তত আহুতি আর নয় ; মেষশাবকের তেলে বা বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই। তোমরা আমার সম্মুখে এলেও আমি প্রীত নই। বস্তুতপক্ষে কেইবা তোমাদের হাত থেকে তেমন কিছু দাবি করেছে? তাই তোমরা আমার প্রাঙ্গণে আর পা বাড়াবে না। তোমরা সেরা গম নিবেদন করলে বৃথা ; ধূপে আমার বিতৃষ্ণা হয় ; তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের বিশ্রামবার আমি সহ্য করি না।*

শ্লোক গা ২ :১৬ ; আদি ১৫ :৬ দ্রঃ
℣ আমরা জানি যে, কেবল বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয় :
℟ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।
℣ আব্রাহাম প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন।
℟ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - আমোস ২:৪-১৬

যুদা ও ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের বিচার

প্রভু একথা বলছেন:
যুদার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না;
কারণ তারা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করেনি,
বরং তাদের পিতৃপুরুষেরা যার অনুগামী হয়েছিল,
তারাও সেই মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে;
আমি যুদার উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে যেরুসালেমের সমস্ত প্রাসাদ!
প্রভু একথা বলছেন:
ইস্রায়েলের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না;
কারণ তারা রুপোর বিনিময়ে ধার্মিককে,
ও এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে নিঃস্বকে বিক্রি করে দিয়েছে;
তারা দুর্বলদের মাথা ধুলায় মাড়িয়ে দেয়,
ও বিনম্রদের পথ বাঁকায়;
পিতা সন্তান দু'জনে একই যুবতীর কাছে যায়,
আর তাই করে আমার পবিত্র নাম কলুষিত করে।
বন্ধকী কাপড় পেতে তারা যত বেদির কাছে শুয়ে থাকে,
জরিমানা হিসাবে পাওয়া আঙুররস নিজেদের পরমেশ্বরের গৃহেই পান করে।
অথচ আমিই তাদের সামনে সেই আমোরীয়কে উচ্ছেদ করেছিলাম,
যে এরসগাছের মত উচ্চ ছিল, যার শক্তি ছিল ওক্ গাছের মত;
আমিই ঊর্ধ্বে তার ফল ও নিচে তার মূল উচ্ছেদ করেছিলাম।
সেই আমোরীয়ের দেশ তোমাদের আপন অধিকারে দেবার জন্য
আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম,
ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।
আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম,
তোমাদের যুবকদের মধ্যে ঘটিয়েছিলাম নাজিরীয়দের উদ্ভব।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এ কি সত্য নয়?—প্রভুর উক্তি।
কিন্তু তোমরা নাজিরীয়দের পান করিয়েছ আঙুররস,
নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: "ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ো না।"
দেখ, গমের আটির ভারে গাড়ি যেমন চেপটে যায়,
আমি তেমনি তোমাদের জায়গায়ই তোমাদের চেপটিয়ে দেব।
তখন দ্রুতগামীর পালাবার উপায় ছিন্ন হবে,
শক্তিশালী নিজের শক্তি লাগাবার উপায় পাবে না,
বীরযোদ্ধা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না,
তীরন্দাজ দাঁড়াতে পারবে না,
দ্রুতগামী রক্ষা পাবে না,
অশ্বারোহীও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না।
বীরযোদ্ধাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী,
সেও সেইদিন উলঙ্গ হয়ে পালাবে!—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক আমোস ২:১০,১১,১২; সাম ৯৫:১০

℣ আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম, ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম। তখন আমি বললাম:
℟ তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।
℣ আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ো না।
℟ তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র ২:৬–৩:১-৩; ৪:১০-১৪

আমাদের প্রভুর নতুন বিধান

ঈশ্বর প্রাক্তন বলিদান-ব্যবস্থা বাতিল করলেন যাতে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নতুন বিধান বাধ্যবাধকতার জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে এমন অর্ঘ্য পেতে পারে যা মানুষের কর্মফল নয়। এজন্য তিনি তাদের এ কথাও বললেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি কি তাদের এমন আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন আমার উদ্দেশে আহুতি ও পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে? এ আজ্ঞাই বরং আমি তাদের দিয়েছিলাম: *তোমরা কেউই হৃদয়-গভীরে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অমঙ্গলভাব রেখো না; মিথ্যাসাক্ষ্যও ভালবেসো না।*

তবে নির্বোধ না হলে, আমাদের পক্ষে আমাদের পিতার স্নেহময় অভিপ্রায় উপলব্ধি করা উচিত; কারণ তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে কথা বলেন, আমরা যেন তাদের মত ভুল না করি, বরং অনুসন্ধান করি কীভাবে তাঁর কাছে আমাদের অর্ঘ্য উৎসর্গ করা উচিত। তাই আমাদের কাছে তিনি এধরনের কথা বলেন: *ভগ্ন হৃদয়, এই তো প্রভুর গ্রহণযোগ্য বলি; আপন স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত করে, এমন হৃদয়ই প্রভুর গ্রহণীয় সুগন্ধ।* সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমাদের সূক্ষ্মরূপেই অনুসন্ধান করা দরকার, যাতে সেই দুর্জন প্রতারণার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রবেশপথ পেতে না পারে ও আমাদের জীবন থেকে আমাদের কেড়ে নিতে না পারে।

এবিষয়ে তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন, *প্রভু একথা বলছেন: তোমরা কেন আমার উদ্দেশে এমনভাবে উপবাস কর যে, তোমাদের কণ্ঠ আজ কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়? আমার সন্তোষজনক উপবাস এই প্রকার নয়,—প্রভু একথা বলছেন—মানুষের দেহসংযমও এই প্রকার নয়! নল-গাছের মত মাথা হেঁট করলেও এবং চটের কাপড় ও ছাই পেতে শুইলেও তোমরা একে আমার গ্রহণীয় উপবাস বলে অভিহিত করতে পারবে না! কিন্তু আমাদের কাছে তিনি বলেন, দেখ, এই প্রকার উপবাসই আমার গ্রহণীয়—একথা বলছেন প্রভু: অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, কড়া চুক্তির বন্ধন খুলে দাও, ক্ষত-বিক্ষত মানুষকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও, যত অন্যায্য চুক্তি মুছে দাও, ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; বস্ত্রহীন মানুষকে দেখে তাকে পোশাক পরাও, নিরাশ্রয় মানুষকে নিজের ঘরে আসতে দাও; দীনহীনকে দেখে তাকে অবজ্ঞা করো না, তুমিও নয়, তোমার বাড়ির কোন লোকেও নয়।*

এসো, যা কিছু অসার, তা এড়িয়ে চলি, অধর্ম পথের যত কর্ম নিতান্ত ঘৃণা করি। ঠিক যেন ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে তোমরা পরকে প্রত্যাহার করে নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ো না, কিন্তু সকলের সঙ্গে মিলিত থাক ও সার্বিক মঙ্গলের অন্বেষণ কর। কেননা শাস্ত্র বলে, *ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের জ্ঞানবান মনে করে ও বুদ্ধিমান গণ্য করে।* বরং এসো, আধ্যাত্মিক হই; ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হই; যতখানি সম্ভব ঈশ্বরভয়ের কথা মনের সামনে রাখি; তাঁর আদেশগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকি, যাতে তাঁর বিচারগুলিতে আনন্দ পেতে পারি।

ঈশ্বর কারও মন না রেখেই জগতের বিচার করবেন; প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যে কেউ মঙ্গলকারী, তাকে ধর্মময়তাই চালিত করবে; যে কেউ দুর্জন, তার সামনে অনিষ্টের মজুরি রয়েছে। ঠিক যেন আহূত ব্যক্তি হয়ে আমরা যেন কখনও বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের পাপে নিদ্রামগ্ন না থাকি, পাছে সেই ধূর্ত অধিপতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রভুর রাজ্য থেকে বের করে দেয়।

এসো, ভ্রাতৃগণ, এ কথাও বিচার-বিবেচনা করি: তোমরা যখন ভেবে দেখ যে, ইস্রায়েলে এত মহা চিহ্ন-কর্ম ও আশ্চর্য কাজ ঘটা সত্ত্বেও অবশেষে তারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন সাবধান থাকি, পাছে শাস্ত্রের এ বচন আমাদের বেলায়ও সত্য হয়, *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজন মনোনীত।*

শ্লোক গা ৩:২৪,২৫,২৩

প্ বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি;

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

প্ বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা;

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

বুধবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৩:১-১৫

বেথেল ও সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন,
যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন,
—মিশর দেশ থেকে যাকে আমি বের করে এনেছি,
সেই গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ করেছি—:
পৃথিবীর সমস্ত গোত্রগুলোর মধ্যে
কেবল তোমাদেরই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি;
এজন্য তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।
একমত না হলে দু'জন কি একসঙ্গে চলে?

শিকার না থাকলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জন করে?
কিছু না ধরলে আস্তানায় যুবসিংহ কি হুঙ্কার তোলে?
ফাঁদ না পাতলে পাখি কি ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে?
কিছু ধরা না পড়লে মাটি থেকে কি ফাঁদ ছোটে?
শহরের মধ্যে তুরি বাজলে লোকেরা কি কম্পিত হয় না?
প্রভু না ঘটালে শহরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?
সত্যি, তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে
নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে
প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না।
সিংহ গর্জন করল: কে না ভয় পাবে?
প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না ভবিষ্যদ্বাণী দেবে?
আস্‌দোদের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে,
মিশর দেশের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে
তোমরা একথা স্পষ্ট করে শোনাও:
সামারিয়ার পাহাড়পর্বতের উপরে জড় হও,
আর লক্ষ কর, তার মধ্যে কেমন কোলাহল,
তার বুকে কেমন অত্যাচার!
ন্যায়াচরণ যে কি, ওদের তেমন বোধ নেই,
—প্রভুর উক্তি—
নিজেদের প্রাসাদগুলিতে তারা অত্যাচার ও শোষণ জমায়।
এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
এক শত্রু উপস্থিত! দেশ চারদিকে ঘেরা!
তোমা থেকে তোমার প্রতাপ নামিয়ে দেওয়া হবে,
লুণ্ঠিত হবে তোমার সমস্ত প্রাসাদ।
প্রভু একথা বলছেন:
সিংহের মুখ থেকে যেমন রাখাল দু'টো পা
বা কানের লতি উদ্ধার করে,
তেমনি উদ্ধার পাবে সেই ইস্রায়েল সন্তানেরা,
যারা সামারিয়ায় শয্যার এক কোণে বা খাটের কম্বলে বসে আছে।
তোমরা শোন, ও যাকোবকুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান কর,
—প্রভু ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের প্রতিফল দেব,
সেইদিন বেথেলের যত যজ্ঞবেদিকেও প্রতিফল দেব:
বেদির শৃঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বে।
আমি শীতকালীন আবাস ও গ্রীষ্মকালীন আবাস একসঙ্গেই আঘাত করব,
গজদন্তময় যত আবাস বিনষ্ট হবে,
বহু বহু বাসগৃহও মিলিয়ে যাবে—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক আমোস ৩:৮,১,২
℟ সিংহ গর্জন করলে, কে না ভয় করবে?
℣ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না ভবিষ্যদ্বাণী দেবে?
℟ হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন, যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন: আমি তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।
℣ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না ভবিষ্যদ্বাণী দেবে?

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র ৫:১-৩,৫-৭; ৬:১১-১৬

নবসৃষ্টি

প্রভু নিজের মাংস ক্ষয়প্রাপ্তির হাতে সঁপে দিতে সম্মত হলেন যাতে পাপমোচনে, অর্থাৎ তাঁর ছিটিয়ে দেওয়া রক্তে আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারি; কেননা তাঁর বিষয়ে সম্পর্কিত শাস্ত্র এক প্রকারে ইস্রায়েলের দিকে ও এক প্রকারে আমাদের দিকেও লক্ষ করে, আর সেই বাণী এ: *তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপরাধের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোম-কাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত।*

তাই ভক্তিভরে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তিনি অতীতকালের কথা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছেন, বর্তমানকালের জন্য প্রজ্ঞা দান করেছেন, ও ভাবী ঘটনা বিষয়েও জ্ঞান মঞ্জুর করেছেন।

ভ্রাতৃগণ, যিনি আমাদের জীবনের জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন, তিনি যখন সেই বিশ্বপ্রভু যাঁকে জগৎ-পত্তনের আগে ঈশ্বর বলেছেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি,* তখন কেমন করে তিনি মানুষের হাতে যন্ত্রণাভোগ করতে পারলেন? তবে একথা শেখ: যাঁরা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই নবীরাই উত্তর দেন: মৃত্যু বিনাশ করে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে *মাংসে আবির্ভূত হওয়া* আবশ্যক ছিল, যাতে যন্ত্রণাভোগ করায় পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, সেই নতুন জনগণকে নিজেই প্রস্তুত করতে পারেন, ও পৃথিবীতে থাকতে যেন দেখাতে পারেন যে তিনি নিজেই মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন ও পুনরুত্থিতদের বিচার করবেন।

পাপমোচন দ্বারা আমাদের নবীকৃত করে তিনি আমাদের নবসৃষ্টি রূপে গড়লেন, আমরা যেন শিশুর মত আত্মা লাভ করতে পারি ও পুনর্নির্মিত হতে পারি। কেননা আমাদের লক্ষ করেই শাস্ত্র বলে যে, তিনি পুত্রকে বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি; আর তারা পৃথিবীর পশুদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে ও সমুদ্রের মাছের উপরে কর্তৃত্ব করবে।* আর যে দ্বিতীয় সৃষ্টিকাজ তিনি সাধন করলেন, সেবিষয়ে প্রভু বলেন, *দেখ, আমি অন্তিম সবকিছু আদিকালীন সবকিছুর মত করব।* নবী একথা লক্ষ করছিলেন যখন ঘোষণা করলেন, *তোমরা দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশে প্রবেশ করে তার উপর কর্তৃত্ব কর।* তবে দেখ, আমরা পুনরায়ই সৃষ্ট হয়েছি, কারণ তিনি অন্য এক নবী দ্বারা এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি তাদের অন্তর থেকে* (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাদের পূর্বমনোনীত করছিলেন, তাদেরই অন্তর থেকে) *সেই পাথরের হৃদয় বের করব, ও তাদের অন্তরে মাংসময় হৃদয় রেখে দেব,* কারণ তিনি নিজে মাংসধারণ করতে যাচ্ছিলেন ও আমাদের মাঝে বাস করতে যাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়-আবাস সত্যিই ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হয়ে উঠেছে! আর এক স্থানে প্রভু একথা বলেন, *আমি আর কোথায় বা যাব যাতে আমার প্রভু ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারি ও গৌরবান্বিত হতে পারি?* উত্তরে তিনি বলেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, তোমার প্রশংসা করব পবিত্রজনদের জনসমাবেশে।* তাহলে আমরাই তারা, যাদের তিনি শুভ দেশে আনলেন।

শ্লোক শিষ্য ৩:২৫; গা ৩:৮

ℊ তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন:

℟ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।

ℊ বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন:

℟ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৪:১-১৩

সামারিয়ার স্ত্রীলোকদের ও ইস্রায়েলের উপাসনা-কর্মের বিরুদ্ধে বাণী

এই বাণী শোন, হে বাশানের যত গাভী,
যারা সামারিয়ার পর্বতে চড়ে বেড়াও,
দুর্বলকে অত্যাচার কর,
নিঃস্বকে চূর্ণ কর,
এবং তোমাদের স্বামীদের বল: ‘আন, পান করি।’
প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছেন:
দেখ, তোমাদের উপরে এমন দিনগুলি আসছে,
যে দিনগুলিতে আঁকড়া দিয়ে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে,
ও তোমাদের মধ্যে বাকি সকলকে জেলের বড়শি দিয়ে ধরে টানা হবে।
তোমরা সারি বেঁধে নগরপ্রাচীরের গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে,
এবং হার্মোনের দিকে তাড়িত হবে—প্রভুর উক্তি।
যাও তোমরা, বেথেলে গিয়ে পাপ কর!
গিল্‌গালে গিয়ে আরও পাপ কর!
প্রতি প্রভাতে তোমাদের বলি ও প্রতি তিন দিনান্তে
তোমাদের দশমাংশ আন।
খামিরযুক্ত খাদ্য দানে ধন্যবাদ-বলিও উৎসর্গ কর,
তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যও জোর গলায়ই ঘোষণা কর,

কেননা, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তা-ই করতে তোমরা ভালবাস
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
অথচ আমি শহরে শহরে খালি মুখে,
ও গ্রামে গ্রামে বিনা রুটিতে তোমাদের ফেলে রেখেছি:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
শস্যকাটার তিন মাস আগে তোমাদের বর্ষাও দিতে আমি অস্বীকার করলাম;
এক শহরে বৃষ্টি ও অন্য শহরে অনাবৃষ্টি ঘটালাম;
এক জমি জলসিক্ত হত, অন্য জমি জলের অভাবে শুষ্ক হত;
জল পান করার জন্য
দু' তিন শহর টলতে টলতে অন্য শহরে যেত, কিন্তু পিপাসা মেটাতে পারত না:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম;
তোমাদের বাগান ও আঙুরখেত শুকিয়ে দিলাম,
শুঁয়াপোকা তোমাদের ডুমুরগাছ ও জলপাইগাছ সবই গ্রাস করল:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
তোমাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করলাম,
যা মিশরের সেই মহামারীর মত;
তোমাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে সংহার করলাম,
আর সেইসঙ্গে তোমাদের যত ঘোড়াকেও কেড়ে নেওয়া হল;
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে পর্যন্তই প্রবেশ করালাম:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
পরমেশ্বর যেমন সদোম ও গমোরা উৎপাটন করেছিলেন,
তেমনি তোমাদেরও আমি উৎপাটন করলাম;
তোমরা ছিলে যেন দাহ থেকে উদ্ধার করা আধ-পোড়া কাঠের মত:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
এজন্য, হে ইস্রায়েল, আমি ঠিক এইভাবে তোমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি;
আর যেহেতু তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি,
সেহেতু, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও!
কেননা দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা;
যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন,
উষা অন্ধকার দু'টোই গড়ে তোলেন
ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন:
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

শ্লোক সাম ৫০:২২-২৩; মালাখি ১:১০

℣ একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ, পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন, তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।

℟ স্তুতিবাদই সেই বলিদান যা আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

℣ তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না।

℟ স্তুতিবাদই সেই বলিদান যা আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র ১৯:১-৩,৫-১২

আলোর পথ

আলোর পথ এ: যে কেউ গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পথ চলতে ইচ্ছা করে, সে নিজের কাজকর্ম সাধনে সদাগ্রহী হোক। তবে আমরা যেন এ পথে চলতে পারি, আমাদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে: তুমি তোমার নির্মাতাকে ভালবাসবে, তোমার স্রষ্টাকে ভয় করবে, যিনি মৃত্যু থেকে তোমার মুক্তি সাধন করেছেন তাঁর গৌরবকীর্তন করবে, তুমি হৃদয়ে সরল ও আত্মায় ধনবান হবে, যারা মৃত্যু পথে চলে তুমি তাদের সাহচর্যে যোগ দেবে না, ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় নয় তা তুমি ঘৃণা করবে, তুমি সবধরনের মিথ্যা-প্রতারণা ঘৃণা করবে। তুমি নিজেকে বড় করবে না, কিন্তু সবকিছুতে নম্রচিত্ত হবে; নিজেতে গৌরব আরোপ করবে না। তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোন মতলব খাটাবে না, তোমার প্রাণকে গর্বোদ্ধত হতে দেবে না।

তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসবে; গর্ভপাত ঘটাবে না, নবজাত শিশুদের হত্যা করবে না। তুমি তোমার পুত্র-কন্যাদের অবহেলা করবে না, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে। তুমি তোমার

প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না, আবার কৃপণও হবে না। তুমি গর্বিতদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, কিন্তু নম্রদেরও ধার্মিকদের সঙ্গী হবে।

তোমার যা কিছু ঘটবে, তা তুমি মঙ্গলময় বলেই গ্রহণ করবে, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু ঘটে না। তুমি দ্বিমনা মানুষ হবে না, অসার কথনেও তৃপ্তি পাবে না।

তুমি সবকিছুতে তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সহভাগিতা করবে, এমন কথা বলবে না যে, তা তোমারই সম্পদ; কেননা তোমরা যখন অক্ষয়শীল বিষয়ের সহভাগী, তখন ক্ষয়শীল বিষয়ে আর কতই সহভাগী না হতে হবে? কথা বলায় তুমি অতিব্যস্ত হবে না, কারণ জিহ্বা মৃত্যুর ফাঁদ।

তুমি যথাসাধ্য শুচি থাকবে, অন্তর পবিত্র করে রাখবে। গ্রহণের বেলায় হাত পাতবে না, দানের বেলায় হাত রুদ্ধ রাখবে না। যারা তোমার কাছে প্রভুর বাণী শোনায়, তুমি *তোমার চোখের মণির মতই* তাদের ভালবাসবে। দিবারাত্র বিচারের দিনের কথা স্মরণে রাখবে। হয় কথা বলতে ব্যস্ত থেকে, না হয় প্রচারের জন্য বেরিয়ে প'ড়ে, না হয় বাণী দ্বারা আত্মাদের ত্রাণ করতে চেষ্টা ক'রে, না হয় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বহস্তে কাজ ক'রে—যাই কিছু কর না কেন তুমি প্রতিদিন পুণ্যজনদের সাহচর্যের অন্বেষণ করবে।

দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, অসন্তোষে গজ গজ করেও ভিক্ষা দেবে না; তুমি বরং মনে রাখবে, আসল প্রতিদান দাতা কে। যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করেছ, তুমি তা পালন করবে—*তাতে আর কিছু যোগ করবে না, এবং তা থেকে কিছু বিয়োগও করবে না।*

তুমি অমঙ্গল নিতান্তই ঘৃণা করবে; *ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে;* কোন বিবাদ ঘটাবে না, কিন্তু যারা বিচ্ছিন্ন, তুমি তাদের একত্র করে পুনর্মিলিত করবে।

তুমি নিজ পাপ স্বীকার করবে। কলুষিত বিবেকে প্রার্থনা করতে যাবে না।

এ আলোর পথ।

শ্লোক সাম ১১৯:১০১-১০২ দ্রঃ
প্র আমি সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।
উ আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।
প্র আমি তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাব না, কারণ তুমি নিজেই শিক্ষা দান কর আমায়।
উ আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৫:১-১৭

বিলাপ ও চেতনা-বাণী

এই বাণী শোন, যা আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি;
হে ইস্রায়েলকুল, তা একটা বিলাপগান:
ইস্রায়েল-কুমারী পড়েছে, সে আর কখনও উঠবে না,
সে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে ওঠাবার মত কেউ নেই।
কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
যে শহর যুদ্ধে হাজার লোক পাঠাত,
তার কেবল একশ'জন লোক থাকবে;
আর যে শহর শতজন লোক পাঠাত,
তার কেবল দশজন লোক থাকবে—ইস্রায়েলকুলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য।
কারণ প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলকুলকে একথা বলছেন:
আমার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা বাঁচবে।
কিন্তু বেথেল অন্বেষণ করো না,
গিল্‌গালে যেয়ো না,
বের্‌শেবাতে তীর্থযাত্রা করো না;
কেননা গিল্‌গাল নির্বাসিত হতে যাচ্ছে,
আর বেথেল তার নিজের শঠতায় পতিত হচ্ছে।
প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে বাঁচবে,
নইলে তিনি যোসেফ-কুলে আগুনের মত নেমে পড়ে তা গ্রাস করবেন,
আর বেথেলে সেই অগ্নিশিখা নিভাবে এমন কেউই থাকবে না।
তারা সুবিচার নাগদানায় পরিণত করছে,
ধর্মিষ্ঠতা ভূমিসাৎ করছে।

যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা,
যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন:
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
তিনি দৃঢ়দুর্গের উপরে সর্বনাশ নামিয়ে আনেন,
সুরক্ষিত নগরীর উপরে সর্বনাশ ডেকে আনেন।
নগরদ্বারে যে সদুপদেশ দেয়, তাকে তারা ঘৃণা করে;
সত্য অনুযায়ী যে কথা বলে, সে তাদের বিতৃষ্ণার পাত্র!
যেহেতু তোমরা অভাবীকে পায়ে মাড়িয়ে দাও,
ও তার গমের একটা অংশ জোর করে আদায় কর,
সেজন্য তোমরা খোদাই-করা পাথরে বাড়ি গেঁথে থাকলেও
সেই বাড়িতে বাস করতে পারবে না;
উৎকৃষ্ট আঙুরখেত চাষ করে থাকলেও
তার আঙুররস ভোগ করতে পারবে না,
কারণ আমি জানি—তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য, তোমাদের পাপ গুরুতম:
তোমরা ধার্মিককে উৎপীড়ন কর,
উৎকোচ আদায় কর,
বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!
এজন্য এমন সময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে,
কেননা এ অমঙ্গলের সময়।
মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়,
যেন নিজেদের বাঁচাতে পার;
তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন,
যেমনটি তোমরা বলে থাক।
অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস,
নগরদ্বারে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;
কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যোসেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি দয়া করবেন।
এজন্য প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যিনি,
সেই প্রভু, একথা বলছেন:
রাস্তা-ঘাটে বিলাপ হবে,
পথে পথে শোনা যাবে: হায় হায়!
কৃষককে শোক করতে ডাকা হবে,
বিলাপগানে যারা দক্ষ, তাদের বিলাপ করতে বলা হবে।
সমস্ত আঙুরখেতে বিলাপ হবে,
কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক আমোস ৫:১,১২,১৫,১৪ দ্রঃ

প্রঃ প্রভুর বাণী শোন: আমি জানি, তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য: তোমরা উৎকোচ আদায় কর, বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!

উঃ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।

প্রঃ মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার; তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন;

উঃ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি উপদেশ ১০:১৩-১৪

পিতা ঈশ্বর মণ্ডলীকে কশাঘাত করেন তা যেন অধিক বলবান ও উর্বর হয়ে বেড়ে ওঠে

বিশ্বমণ্ডলী হল প্রভুর আঙুরখেত, খ্রীষ্টের সেই বধূ ও কনে যা বিষয়ে পিতা ঈশ্বর পুত্রকে বলেন: *তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত তোমার গৃহের অন্তঃপুরে।* যে আঙুরলতা যথাসময় ফল দেয়, কৃষক তাকে ভালবাসে; এজন্য শাখা কাটার সময়ে সে কোন শুকনো কি অনুর্বর শাখা রাখে না; সেসময় সে সবচেয়ে গভীরতম শিকড় পর্যন্ত লতার চারদিকে কোপায়, তীক্ষ্ণ কুড়াল দিয়ে মাটি সরায়, ও কোন ছোট শিকড় গজে উঠলে সে ছুরি দিয়ে তা ছেঁটে দেয়; তাতে লতা নিষ্প্রয়োজন ও অসার যত অংশ হারিয়ে বৃদ্ধি পাবে ও তাতে সমৃদ্ধ ও প্রচুর ফল ধরবে।

ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন, তাদের ঠিক এভাবেই আঘাত করেন: বস্তুত যাকে তিনি নিজ সন্তান বলে জানেন, তাকে কশাঘাত করেন। এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করে নেওয়া তাদেরই লক্ষণ, যাদের অনন্ত জীবন ভোগ করার কথা; কিন্তু শাসন গ্রহণ ক'রে মনে মনে যে গজ গজ করে, স্বর্গনিবাসীর দিকে সে মোটেই এগতে পারে না। এমনকি ধৈর্য ও ভালবাসার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ না করলে সে স্বর্গীয় আনন্দের উত্তরাধিকার হারায়। আর যদি প্রভুর শাসনের জন্য গজ গজ করে থাকে, তাহলে নিশ্চিত হোক, যারা গজ গজ করে তাদের যে দন্ড, তাকে সেই দন্ড ভোগ করতে হবে।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভুর শাসন তোমাদের মাথায় এসে পড়লে তোমরা গজ গজ করো না, আর তিনি তোমাদের ভর্ৎসনা করলে তখন নিরাশ হয়ো না। *অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল।* প্রভুর কশা দ্বারা জৈব অভিলাষের উত্তাপ নিস্তেজ হয়, কিন্তু আত্মার শক্তি তেজময় হয়ে ওঠে; তার নিষ্প্রয়োজন যা কিছু ছিল দেহ তা হারায়, কিন্তু প্রাণের যা অভাব ছিল, সে সেই শক্তি লাভ করে। তাতে প্রভুর শাসন দ্বারা শক্তি বাড়ে ও রিপু উচ্ছিন্ন হয়, পার্থিব বিষয় অবজ্ঞার বস্তু হয় ও স্বর্গীয় বিষয় আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

আমরা যারা অধৈর্যের সঙ্গে শাশ্বত মঙ্গলদানের প্রতীক্ষায় রয়েছি, যখন তীব্র রোগ কি কঠিন প্রলোভনে আক্রান্ত বা পার্থিব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তখন এসব কিছু থেকে আমাদের শক্তি বের করা উচিত, যাতে লড়াই বৃদ্ধি পেলে আমরা দ্বিধা না করে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে থাকি যে, অধিক গৌরবময় বিজয় আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আর আসলে ঠিক তেমন সময়েই আমরা দেখাতে পারি আমাদের প্রভুভক্তি কত জ্বলন্ত, যখন অনুকূলতা ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শুধু নয়, প্রতিকূল ও কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়েও তাঁর কাছে যাই। পার্থিব ঐশ্বর্য না হারালে আমরা কোন মতে শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারি না; সুতরাং নিত্য আনন্দের প্রত্যাশায় আমাদের পক্ষে প্রতিকূল যত কিছু যথেষ্ট মঙ্গলজনক বলে গণ্য করা উচিত।

আমাদের পাপ অদণ্ডিত থাকবে, ঈশ্বরের কঠোরতা এমনটি কখনও হতে দেবে না; কিন্তু তাঁর বিচারের ক্রোধ এ বর্তমান কালে আমাদের শাসন করায় শুরু হয়, যাতে দুর্জনদের দণ্ডাদেশের সময়ে প্রশমিত হতে পারে। বস্তুত চিকিৎসক আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, আর তিনি আমাদের পাপের কলুষ অবিরত ছাঁটতে থাকেন, কারণ তিনি চান না, কলুষ হাড়ের মজ্জায় পৌঁছবে: পীড়নের লোহা দ্বারাই তিনি পাপের বিষ অপসারণ করেন। সত্য ঠিক একথা বলেছিলেন: *আমার যত শাখায় ফল ধরে না* আমার পিতা *তা ছেঁটে ফেলেন, বেশি ফল যেন ধরতে পারে:* বস্তুত প্রলোভনে আক্রান্ত আত্মা যখন ভাবে, সদ্‌গুণের পূর্ববর্তী স্থৈর্য্য-পর্যায় থেকে কী কী তাকে দূর করে দিচ্ছে, তখন সেই আত্মা খুবই উদ্বিগ্ন পাছে আগে যা হতে শুরু করেছিল, সেই সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপেই হারায়। আর সে তখন প্রার্থনার খড়্গ ও অনুতাপের অশ্রু হাতে ধরে, আর তাতে প্রলোভনটা দুর্বল করে দিয়ে তার উপর অধিক গৌরবময় বিজয় লাভ করে—আসলে আত্মা নিজে নয়, তার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের অনুগ্রহই তা সাধন করে।

তখন এমনটি হয় যে, যে আত্মা অনুকূল অবস্থায় নিস্তেজ ও অনুর্বর ছিল, সেই আত্মা ফলদানের উদ্দেশ্যে অধিক বলিষ্ঠ ও তেজময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২ তি ৩:১১,১২; যুদিথ ৮:২৬ দ্রঃ

প্র তুমি তো ভাল করেই জান আমি কেমন নির্যাতন সহ্য করে এসেছি। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন।

উ যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।

প্র যারা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছে, তারা সকলে বহু যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর বিশ্বস্ত থাকল।

উ যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।

শনিবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৫:১৮–৬:১৪

প্রভুর দিন; উপাসনা-কর্ম ও মিথ্যা নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাণী

তোমাদের ধিক্‌, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর!
তোমাদের পক্ষে প্রভুর দিন কী হবে?
তা অন্ধকার হবে, আলো নয়।
ঠিক যেন একজন লোক সিংহ থেকে পালায় কিন্তু ভালুকীর সামনে পড়ে;
কিংবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখলে সাপ তাকে কামড়ায়।
তবে প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়?
তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?
আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি,
তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
তোমরা আমার কাছে আহুতি ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে
আমি তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করি না,
তোমাদের নধর পশুর মিলন-যজ্ঞের প্রতিও নজর দিই না।

তোমার গানের কোলাহল আমার কাছ থেকে দূর কর,
আমি তোমার সেতারের সুর শুনতে পারি না।
সুবিচারই বরং জলের মত প্রবাহিত হোক,
ধর্মিষ্ঠতাই চিরপ্রবাহী স্রোতের মত বহুক।
হে ইস্রায়েলকুল, মরুপ্রান্তরে তোমরা কি চল্লিশ বছর ধরে
আমার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছিলে?
কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সাক্কুৎকে
ও কিউন্ নামে তোমাদের সেই দেবমূর্তিকে,
তোমাদের নিজেদের জন্য গড়া সেই দেবদেবীর তারাকেই
তোমরা কাঁধে তুলে বহন করে বেড়াচ্ছ!
এখন আমি দামাস্কাসের ওপারে তোমাদের বন্দিদশায়ই তাড়িত করতে যাচ্ছি,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যাঁর নাম।
ধিক্ তাদের, যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তেই বসে থাকে,
তাদেরও ধিক্, যারা সামারিয়ার পর্বতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে,
জাতিসকলের এই প্রধানার মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ,
ইস্রায়েলকুল যাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!
তোমরা কাল্‌নেতে একবার গিয়ে দেখ,
সেখান থেকে মহতী হামাতে এগিয়ে যাও,
পরে ফিলিস্তীনিদের সেই গাতে নেমে যাও:
তারা কি তোমাদের দুই রাজ্যের চেয়ে শ্রেয়?
কিংবা তাদের অঞ্চল কি তোমাদের অঞ্চলের চেয়ে বড়?
তোমরা মনে করছ, অমঙ্গলের দিন দূরে রাখবে,
কিন্তু অত্যাচারের আসন ত্বরান্বিত করছ।
গজদন্তময় শয্যায় শুয়ে, নিজেদের খাটের উপরে গা ছড়িয়ে
ওরা মেষপালের শাবকদের ও গোশালায় পুষ্ট বাছুরগুলোকে এনে খায়।
সেতারের ঝঙ্কারে জোর গলায় গান করে থাকে,
বাদ্যযন্ত্রে দাউদের সমকক্ষ হয়ে নতুন নতুন সুর বানায়;
বড় বড় পাত্রে আঙুররস পান করে,
সেরা তেল দেহে মাখায়,
কিন্তু যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাটুকুও করে না।
এইজন্য এখন তারা নির্বাসিতদের অগ্রভাগে নির্বাসনে চলে যাবে।
হ্যাঁ, দেহলালসদের হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেল।
প্রভু পরমেশ্বর নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন: প্রভুর উক্তি!
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর এই আমিই যাকোবের গর্ব,
কিন্তু তার যত প্রাসাদ ঘৃণা করি;
আমি নগরীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে পরের হাতে তুলে দেব।
এক ঘরে যদি দশজন রেহাই পায়, তারা মরবে;
মৃতদেহ পোড়াবার জন্য যে জ্ঞাতি তা ঘর থেকে বের করে আনবে,
যে কেউ ঘরের শেষ কোণে রয়েছে, তাকে সে জিজ্ঞাসা করবে:
‘ওখানে তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে?’
সে উত্তর দেবে ‘না!’
তাতে শোনা যাবে, ‘চুপ!’
প্রভুর নাম করার জন্য আর কেউ নেই।
কেননা দেখ, প্রভু আজ্ঞা করেন,
আর তাঁর আঘাতে বড় বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
ছোট বাড়িও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
ঘোড়া কি শৈলের উপরে দৌড়তে পারে?
কিংবা পাথুরে জায়গায় কেউ কি বলদ দিয়ে লাঙল চালাবে?
অথচ তোমরা সুবিচার বিষগাছে
ও ধর্মিষ্ঠতার ফল নাগদানায় পরিণত করেছ।

তোমরা তো লো-দেবারে আনন্দ করেছ,
বলেছ, 'আমরা কার্নাইমের উপরে কি নিজেদের বলেই জয়ী হইনি?'
এখন দেখ, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতির উদ্ভব ঘটাব,
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
তারা হামাতের প্রবেশপথ থেকে আরাবার খরস্রোত পর্যন্ত তোমাদের উৎপীড়ন করবে।

শ্লোক আমোস ৫:১৮,২১,৬,৮,২০
℟ তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর! আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি, তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
℣ যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।
℟ প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়? তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?
℣ যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ১৭শ পুস্তক ৪-৬

আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়

হিব্রুদের কাছে ঈশ্বর বলিদান ও আহুতি দাবি করতেন না, তাঁর দাবি বরং ছিল বিশ্বাস, বাধ্যতা ও ধর্মময়তা—তাদের পরিত্রাণের জন্য! নবী হোসেয়া দ্বারা তিনি একথায় তাদের কাছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন: *আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।* কিন্তু আমাদের প্রভুও তাদের কাছে একই নির্দেশ দিলেন: 'আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, এ বচনটির অর্থ তোমরা যদি বুঝতে পারতে, তাহলে নিরপরাধী ব্যক্তিদের দন্ডিত করতে না!' তাতে তিনি নিজের সেই নির্বোধ ও অপরাধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযুক্ত করতে করতে নবীদের প্রচারিত সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করলেন।

একই প্রকারে খ্রীষ্ট নিজ শিষ্যদের এ নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ঈশ্বরের কাছে তাঁর সৃষ্টির প্রথমফসল উৎসর্গ করে—তাঁর পক্ষে তা প্রয়োজন ছিল এমন নয়; তিনি বরং চাচ্ছিলেন, তারা নিজেরা যেন ফলহীন ও অকৃতজ্ঞ না হয়। এজন্য তিনি সৃষ্ট জগৎ থেকে আগত সেই রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে বললেন, *এ আমার দেহ।* তেমনিভাবে সৃষ্টবস্তু থেকে আগত আঙুররসের পানপাত্র হাতে নিয়ে—সে সৃষ্টবস্তু এমন, যা আমাদের নিজেদেরও পরিবেশ—তিনি তা নিজের রক্ত বলে অভিহিত করলেন, এবং এ কথাও বললেন যে, সেই রক্তই হবে নবসন্ধির নৈবেদ্য।

প্রেরিতদূতদের হাত থেকে তেমন নৈবেদ্য গ্রহণ করে মণ্ডলী নবসন্ধির মঙ্গলদানের প্রথমফল স্বরূপে তা তাঁরই কাছে উৎসর্গ করে যিনি অন্নদাতা ঈশ্বর। এ নৈবেদ্য বারোজন নবীর মধ্যে অন্যতম সেই মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা সুদূর পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্তই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।* এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, প্রথম জাতি ঈশ্বরের কাছে আর কোন নৈবেদ্য অর্পণ করবে না; কিন্তু সর্বত্রই নতুন এমন এক বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত হবে যা সত্যিকারে শুদ্ধ, তাতে সর্বদেশের মাঝে তাঁর নাম গৌরবান্বিত হবে। আর সর্বদেশের মাঝে গৌরবান্বিত আর কোন্ নাম আছে আমাদের প্রভুরই নাম ছাড়া, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা গৌরবান্বিত হন ও মানুষ গৌরব লাভ করে? কিন্তু ঠিক যেহেতু এ নাম তাঁর নিজের পুত্রের নাম ও তাঁর নিজের কাছ থেকেই আসা নাম, সেজন্য তিনি নামটি বিষয়ে বলেন: 'আমার নাম'।

এক রাজা যদি নিজেই নিজ পুত্রের ছবি আঁকতেন, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারতেন সেই ছবি নিজেরই ছবি—এর কারণ দু'টো: প্রথমত, ছবিটা তাঁর নিজের পুত্রের; দ্বিতীয়ত, তা তিনি নিজেই এঁকেছেন। একই প্রকারে যীশুখ্রীষ্টের সেই নামের বেলায়ও ঘটে, যে নাম মণ্ডলীতে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত। পিতা নামটা নিজেরই বললেন, কারণ নামটি তাঁর নিজের পুত্রের নাম, ও মানবপরিত্রাণের জন্য নামটি দান করায় তিনি নিজেরই হাতে তা লিখলেন।

তাই পুত্রের নাম পিতারই নিজস্ব অধিকার, এবং মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজ নৈবেদ্য সর্বত্রই নিবেদন করে। এ দ্বিমুখী বিষয় মনের সামনে রেখে নবী যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলতে পারলেন, *সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়।* ধন্য যোহনের বাণী অনুসারে, এ ধূপ হল *পবিত্রজনদের প্রার্থনার* এক দৃষ্টান্ত।

শ্লোক লুক ২২:১৯,২০; প্রবচন ৯:৬ দ্রঃ
℟ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; এ নবসন্ধির রক্ত, যা তোমাদের জন্য পাতিত—প্রভুর উক্তি।
℣ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
℟ এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি নিজে মিশিয়ে দিলাম।
℣ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

রবিবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৭:১-১৭

ইস্রায়েলের বিনাশ সংক্রান্ত নানা দর্শন

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
দ্বিতীয় ঘাস গজে ওঠার আরম্ভে,
রাজার ঘাস কাটবার পরে যে ঘাস হয়, সেই ঘাস গজার সময়ে
এক ঝাঁক পঙ্গপাল দেখা দিচ্ছিল।
সেগুলো অঞ্চলের ঘাস নিঃশেষে গ্রাস করলে
আমি বললাম: 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষমা কর;
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন;
প্রভু বললেন, 'এমনটি ঘটবে না!'
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, দণ্ডাজ্ঞার জন্য আগুন ডাকছিলেন,
তা অতল গহ্বর গ্রাস করেছিল, এবার দেশ গ্রাস করছিল;
তখন আমি বললাম: প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও,
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন;
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, বললেন, 'এমনটিও ঘটবে না।'
তিনি যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
ওলন হাতে নিয়ে প্রভু ওলনের টানা তৈরী এক দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
প্রভু আমাকে বললেন, 'আমোস, কী দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'একটা ওলন দেখতে পাচ্ছি।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে একটা ওলন দিতে যাচ্ছি,
তাদের আর কখনও ক্ষমা করব না।
ইসায়াকের উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করা হবে,
ইস্রায়েলের যত দেবালয় ভূমিসাৎ করা হবে,
আর তখন আমি খড়্গ ধারণ করে যেরবোয়ামের কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব!'

বেথেলের যাজক আমাজিয়া ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন: 'আমোস ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে; দেশ তার বাণী আর সহ্য করতে পারে না, কারণ আমোস নাকি একথা বলছে: যেরবোয়াম খড়্গের আঘাতে মারা পড়বেন ও ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।' তখন আমাজিয়া আমোসকে বলল, 'হে দৈবদ্রষ্টা, চলে যাও, যুদা দেশে গিয়ে আশ্রয় নাও: সেইখানে তোমার রুটি খেতে পারবে, সেইখানে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে পারবে; কিন্তু বেথেলে আর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ো না, কারণ এ রাজকীয় পবিত্রধাম ও রাজকীয় মন্দির।' তখন আমোস উত্তরে আমাজিয়াকে বললেন, 'আমি তো নবী ছিলাম না, কোন নবী-সঙ্ঘের সদস্যও ছিলাম না; আমি শুধু এক রাখাল ছিলাম, ও ডুমুরগাছ চাষ করতাম। কিন্তু প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং প্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী দাও।

তাই এখন তুমি প্রভুর বাণী শোন:
তুমি নাকি বলছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ো না,
ইসায়াক-কুলের বিপক্ষে বাণীপ্রচার করো না।
এজন্য প্রভু একথা বলছেন,
তোমার স্ত্রী শহরের মধ্যে বেশ্যাচার করবে,
তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তোমার জমা-জমি দড়ি দিয়ে ভাগ ভাগ করা হবে,
তুমি নিজে অশুচি এক দেশভূমিতে মরবে,
এবং ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।'

শ্লোক আমোস ৩:৭,৮; ৭:১৫ দ্রঃ

℣ তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না :
℟ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না ভবিষ্যদ্বাণী দেবে?
℣ প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী দাও।
℟ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না ভবিষ্যদ্বাণী দেবে?

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ৬ষ্ঠ পুস্তক

পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা

যে প্রবাসী প্রভুর দিকে ভালবাসায় যাত্রা করে, তার আবাস এ পৃথিবীতে ইতিমধ্যে দৃশ্য হলেও সে পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে অপসারণ করে না, কিন্তু বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে নিজের আত্মা ছিন্ন করে। সে জীবিত বটে, কিন্তু নিজ লালসা ক্রুশে দিয়েছে, ও দেহকে নিজস্ব সম্পদরূপে আর ব্যবহার করে না—দেহ যেন সর্বনাশ ঘটাবার কোন সুযোগ না পায়, এজন্য দেহের পক্ষে যা অতি প্রয়োজনীয়, তাছাড়া দেহকে সে অন্য কিছু মঞ্জুর করে না।

ঠিক যেন ইহলোকের মানুষ নয়, এমন মানুষ যখন অমঙ্গলে বাস করে না, কিন্তু আপন ভালবাসার পাত্র সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত, তার পক্ষে তখন দৃঢ়তার আর কী প্রয়োজন হতে পারে? সে তখন কেমন করে মিতাচারিতার উপর নির্ভর করতে পারে, যখন তার পক্ষে মিতাচারিতার আর কোন প্রয়োজন নেই? নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য মিতাচারিতা দরকার, তেমন লালসার অধীন হওয়া পবিত্রিত মানুষের লক্ষণ নয়, কিন্তু এমন মানুষের লক্ষণ, যে মানুষ এখনও মনের অস্থিরতায় আক্রান্ত। দৃঢ়তার কথা ধরলে দেখা যাচ্ছে, তা তখনই প্রয়োজন, যখন ভয় ও মনের অস্বস্তি উপস্থিত।

জগৎসৃষ্টির আগে যার বিষয়ে নিরূপিত, সে দত্তকপুত্রত্বের উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবে, ঈশ্বরের তেমন বন্ধুকে নানা ভাবাবেগ ও ভয়-ভীতির অধীন হয়ে মনের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে অতিব্যস্ত থাকা মানায় না। এমনকি আমি এ কথাও বলব : যেমন এক ব্যক্তির বিষয়ে তার যে কর্ম করার কথা সেই ভিত্তিতে, ও সেই কর্মফলের ভিত্তিতেও সবকিছু পূর্বনিরূপিত, তেমনি ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা সে যাঁকে ভালবেসেছে, তাঁকে পাবার কথাও তার জন্য একপ্রকারে পূর্বনিরূপিত। অন্যান্য মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করে থাকে, সে কিন্তু ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কোন অসার কল্পনার উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যান্যদের কাছে যা অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়, তার কাছে তা বিশ্বাসগুণে সুস্পষ্ট, এবং ভবিষ্যতে যা যা ঘটবার কথা, তার কাছে তা ভালবাসা গুণে ইতিমধ্যেই বাস্তব। যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী ও নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সে সত্যবাদী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে, সেজন্য সে যাঁকে বিশ্বাস করেছে তাঁকে পেয়ে গেছে ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিও লাভ করে গেছে। সুতরাং যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিজে সত্য হওয়ায় তিনি বিশ্বাসযোগ্য, সেহেতু ঈশ্বরজ্ঞানের মাধ্যমে সে অবশ্যই প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যও অর্জন করে থাকে। যে কেউ একথা জানে যে, নিজের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে ভবিষ্যতের নিশ্চিত জ্ঞান দান করে, সে ভালবাসার সঙ্গেই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়; অন্যদিকে সে বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়-বস্তু তত ভালবাসার সঙ্গে বাসনা করবে না, এবং প্রকৃত মঙ্গলদান তথা স্বর্গীয় বিষয় পাবে বলে নিশ্চিত হওয়ায় সে ইহলোকের বিষয় পেতেও চেষ্টা করবে না; সে বরং সেই বিশ্বাস রক্ষা করতে বাসনা করবে যা তার বাসনা পরিপূর্ণরূপে মিটিয়ে দেবে।

উপরন্তু সে বাসনা করে, যত ভাইবোন যেন ঈশ্বরের গৌরবার্থে তার মত হতে পারে—তাও ঐশজ্ঞানলাভের মাধ্যমে সাধিত হবে। কেননা, কুপথ এড়িয়ে ত্রাণকর্তার আদেশ পালনে তাঁর প্রতিমূর্তির প্রতি-অঙ্কন করা যখন মানবস্বরূপের উদ্দেশ্য, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপেই ত্রাণকর্তার সমরূপ, সে অন্যদের পক্ষে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ। হ্যাঁ, পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা হয়।

শ্লোক মিখা ৬:৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪,১২
℣ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
℟ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
℣ দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর। এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন?
℟ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

সোমবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৮:১-১৪

অন্যান্য দর্শন

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দেখ, শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।
তিনি আমাকে বললেন, ‘আমোস, কি দেখতে পাচ্ছ?’
আমি উত্তরে বললাম, ‘শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।’
প্রভু আমাকে বললেন,
‘আমার জনগণ ইস্রায়েলের শেষ পরিণাম এসেছে;
তাকে আর কখনও ক্ষমা করব না।

সেইদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে।
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
মৃতদেহ বহু; সেইসব সব জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে। চুপ!'
এই কথা শোন তোমরা,
যারা নিঃস্বকে গ্রাস করছ ও দেশের দীনহীনকে নিশ্চিহ্ন করছ;
যারা বলে থাক:
'অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে?
সাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গমের ব্যবসা করা যেতে পারে?
তখন আমরা এফা লঘুভার করব ও শেকেল ভারী করব,
এবং চালাকির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাতে পারব;
আমরা অর্থের বিনিময়ে অভাবীকে
ও এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিঃস্বকে কিনতে পারব।
গমের ছাঁটও বিক্রি করতে পারব!'
প্রভু যাকোবের গর্বের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন:
আমি তাদের কাজকর্ম কখনও ভুলব না।
এর জন্যই কি দেশ কম্পান্বিত নয়?
তার অধিবাসী সকলে কি শোকার্ত নয়?
সমগ্র দেশ কি নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠছে,
ও মিশরের নদীর মত সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার নেমে যাচ্ছে?
সেইদিন—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব,
আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব।
তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে,
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করব;
সকলের কোমরে চটের কাপড় জড়াব,
সকলের মাথার চুল খেউরি করাব;
একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব,
তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন!
দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব;
তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।
তখন লোকে টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে,
উত্তর থেকে পুবে ঘুরে বেড়াবে,
তারা তো প্রভুর বাণীর অন্বেষণ করবে,
কিন্তু তা পাবে না।
সেইদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা
তেষ্টায় মূর্ছাতুর হবে।
যারা সামারিয়ার পাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা বলে, 'দান! তোমার জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি!
বের্‌শেবা! তোমার প্রতাপময়ের জীবনের দিব্যি!'
তাদের সকলের পতন হবে, আর কখনও উঠতে পারবে না।

শ্লোক আমোস ৮:১১; মথি ৫:৬
℣ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
℟ আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।
℣ ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
℟ আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - লাতিন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩০

বিশ্বাসীদের কাছে প্রভু তেমন চারণমাঠ দান করলেন

প্রভু আমার রাখাল; অভাব নেই তো আমার। দেখ কেমন করে মণ্ডলী নিজের সন্তানদের মুখ দিয়ে নিজের কথা বর্ণনা করে: ঈশ্বর তাকে সত্যিই চালিত করেন বিধায় মণ্ডলীর পতন হবে না, ভুলও হবে না। ইনিই আমাদের রাজা, যিনি আমাদের হৃদয় ও দেহ দৈনন্দিন চালিত করেন ও আমাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি রক্ষা করেন; তাতে আমাদের কোন অভাব নেই।

হয় তো এমন কেউ রয়েছে যারা বলবে, প্রভু যার রাখাল ও যার অভাব নেই, তবু সে পার্থিব বিষয়ে পরীক্ষিত। কিন্তু 'অভাব নেই তো আমার' বলতে এছাড়া আর কী বোঝাতে পারে যে, যারা যাচ্না করে, প্রভু তাদের কথা কান পেতে শোনেন? তিনি চালিত করেন, তিনি কোন কিছু দিতে অস্বীকার করেন না; তাই 'অভাব নেই তো আমার' কথাটা অপরূপ একটা ব্যাপার। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করলে তিনি প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি, মিতাচারিতা, শক্তি, ও ধর্মময়তা দান করেন—তেমন কিছুর অভাব না থাকলে তবে কৃপণ ব্যক্তি আর কীসের খোঁজ করে? এ গুণাবলিতে ঈশ্বর নিজে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে দান করেন, ফলে যার মধ্যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, সে কখনও দোষী হবে না।

প্রভু আমার রাখাল; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে। এ চারণমাঠও অপরূপ ব্যাপার! তেমন অন্নভোজ মানুষকে সবসময় পরিতৃপ্ত করে অথচ কখনও ফুরিয়ে যায় না। তুমি কি জানতে চাও, কেমন করে ঈশ্বর তাদের চারণ করেন, যারা তাঁর দিকে চেয়ে আছে, অর্থাৎ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে? নবী বলেন, *সেই দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।* আমাদের প্রাণ যখন বিধানের এ মাঠ ও সন্ধির এ ফুলের কাছে উপস্থিত, তখন সঞ্জীবিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয়ের শুদ্ধতায় উল্লাস করে; এ স্থানে শুয়ে প্রাণ অগ্রসর হয়, বিশ্রাম পায়, উল্লাস করে, গৌরব বোধ করে।

এই উত্তম রাখাল, যিনি নিজ মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন, তিনি সেই বিশ্বাসীদের কাছে এ চারণমাঠ দান করলেন যারা তাঁর উপরে ভরসা রাখে ও সেই চারণমাঠে এসে পৌঁছে যে মাঠে তিনি প্রাণ নিরাপদে শুইয়ে রাখেন। *আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে।* এ জলও অপরূপ ব্যাপার, কেননা তেমন জল মলিনতা ধৌত করে, কালিমা মুছে দেয়, রুক্ষ যা কিছু নিখুঁত করে তোলে: *তোমরা পুরাতন মানুষকে আর তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, ও সেই নবমানুষকে পরিধান করেছ যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।*

পদার্থের মধ্যে জল প্রথম স্থানের অধিকারী; কিন্তু এ জল যখন পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে, তখন একটা সাক্রামেন্ত হয়: তেমন জল আর পান করার মত জল নয়, বরং পবিত্রতা দানকারী জল হয়ে ওঠে—সাধারণ জল আর নয়, আত্মিক পানীয় হয়ে ওঠে। এ জলের মধ্য দিয়ে তিনি দীক্ষিতদের শুচীকৃত করে বের করে আনেন, ও অনুগ্রহের বিভায় তাদের আলোকিত ও পরিপূর্ণ করে সিদ্ধপুরুষ করে তোলেন, *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল*, সেখানে যেন অনুগ্রহ উপচে পড়ে।

আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর; আমার পানপাত্র উচ্ছলিত। প্রভু যীশু, তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ তুমি আমাদের এ তেল দেখিয়েছ যা আমরা জানি, তৈলাভিষেকেরই তেল। বস্তুত খ্রীষ্ট তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত, ও তাঁর ভক্তরা সেই তৈলাভিষেক লাভেই খ্রীষ্টান অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত। এখন শোন পাত্রটা কী। এ হল সেই পাত্র যা বিষয়ে লেখা আছে, *প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, মশলা-মেশানো সফেন সুরায় পূর্ণ সেই পাত্র;* আবার সেই পাত্রও, যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনি যা ইঙ্গিত করে বলে উঠেছিলেন, *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এ পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক।* আর যেহেতু তিনি বাধ্যতার আদর্শ, সেজন্য তিনি বলে চলেছিলেন, *তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক।* এ পানপাত্রেই মণ্ডলী পান করে, ও এ পানপাত্রে পান করেই সাক্ষ্যমরেরা পূর্ণ তৃপ্তি পান। প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে যে গৌরব বিকীর্ণ হয়েছে, তা দেখে তোমরা দেখতে পাও, এ পানপাত্র কতই না গৌরবময়।

শ্লোক এজে ৩৪:১২,১৩,১৪; যোহন ১০:১০

প্র মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব; এবং তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব;

উ আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।

প্র আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।

উ আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - আমোস ৯:১-১৫

ধার্মিকদের পরিত্রাণ

আমি প্রভুকে দেখলাম: তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
তিনি বললেন,
'স্তম্ভের মাথায় এমন আঘাত হান,
যেন দরজার চৌকাটের নিম্ন অংশ কাঁপে;

সকলের মাথা ভেঙে ফেল,
আর আমি খড়্গের আঘাতে বাকি সকলকে বধ করব,
যে কেউ পালাবে, সে তত দূরে পালাবে না,
যে কেউ রেহাই পাবে, তাতে তার কোন উপকার হবে না।
তারা খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালে গেলেও
সেখান থেকে আমার হাত তাদের ছিনিয়ে আনবে;
তারা আকাশে উঠলেও
সেখান থেকে আমি তাদের টেনে আনব;
তারা কার্মেলের পর্বতচূড়ায় গিয়ে লুকোলেও
সেখান থেকে আমি খুঁজে বের করে তাদের ধরব;
তারা আমার অগোচরে সমুদ্রতলেও গিয়ে লুকোলে
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই সাপ তাদের কামড়াবে।
তারা শত্রুদের সামনে বন্দিদশায় গেলেও
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই খড়্গ তাদের বধ করবে।
আমি তাদের দিকে লক্ষ রাখব,
কিন্তু অমঙ্গলেরই জন্য, মঙ্গলের জন্য নয়!'
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীকে স্পর্শ করলেই তা গলে যায়,
ও তার অধিবাসী সকলে শোক পালন করে;
সমগ্র পৃথিবী নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠছে,
মিশরের নদীর মত নেমে যাচ্ছে।
যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন
ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন;
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা,
আমার কাছে তোমরা কি ইথিওপীয়দের মত নও?—প্রভুর উক্তি।
আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে,
কাপ্তোর থেকে ফিলিস্তীনিদের,
ও কির থেকে আরামীয়দের বের করে আনিনি?
দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ:
আমি পৃথিবীর বুক থেকে তা উচ্ছেদ করব;
কিন্তু তবুও যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না—প্রভুর উক্তি।
কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব,
আর যেমন চালনিতে গম চালা হয়, আর একটা দানাও মাটিতে পড়ে না,
তেমনি আমি সকল দেশের মধ্যে ইস্রায়েলকুলকেই চালব।
আমার আপন জনগণের সেই সকল পাপীই খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে,
যারা বলছিল, 'অমঙ্গল আমাদের কাছে কাছে আসবে না,
না, তা আমাদের নাগাল পাবেই না।'
সেইদিন আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব,
তার সমস্ত ফাটল সংস্কার করব, তার ধ্বংসস্তূপ পুনরুত্তোলন করব,
এবং আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব,
যেন তারা এদোমের অবশিষ্ট মানুষের,
এবং যত দেশ আমার আপন নাম বহন করত,
তাদের সকলের উপরে জয়ী হতে পারে;
প্রভু, এসব কিছুর সাধক যিনি, তিনি একথা বলছেন।
দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে হালবাহক শস্যকাটিয়ের সঙ্গে,
ও আঙুরপেষক বীজবুনিয়ের সঙ্গে মিলবে;

পর্বত বেয়ে মিষ্ট আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে।
আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনব;
তারা ধ্বংসিত যত শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার রস পান করবে,
বাগান চাষ করে তার ফল ভোগ করবে।
আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের রোপণ করব,
এবং আমি তাদের যে দেশভূমি মঞ্জুর করেছি,
তা থেকে তারা আর কখনও উৎপাটিত হবে না,
একথা বলছেন প্রভু, তোমার পরমেশ্বর।

শ্লোক শিষ্য ১৫:১৬,১৭,১৪-১৫ দ্রঃ
প্র আমি ফিরে আসব, দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব—প্রভুর উক্তি।
উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।
প্র ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন; যেহেতু লেখা আছে:
উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি — উপদেশ ১:১৬

আমরাই ঈশ্বরের জনগণ

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরাই ঈশ্বরের জনগণ, এই আমরা যারা দীক্ষাস্নানের জল দ্বারা আমাদের অত্যাচারী পাপ থেকে মুক্ত হওয়ায় লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়ে মিশরীয়দের দাসত্ব পিছনে ফেলে রেখেছি। প্রান্তরের সেই মরু অবস্থার মত বর্তমান এই জীবনের নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি মত স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে প্রবেশ করার প্রতীক্ষায় রয়েছি; কিন্তু সেই দিকে যাত্রাপথে আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও তেষ্টার কারণে মূর্ছা যেতে ঝুঁকি নিতাম, যদি আমাদের ত্রাণকর্তার দানগুলি আমাদের বলবান না করত ও তাঁর দেহধারণের সাক্রামেন্তগুলি আমাদের নবীকৃত না করত।

তিনিই সেই মান্না, যা আমাদের স্বস্তি দেয় পাছে আমরা এজীবনের যাত্রাপথে মূর্ছা যাই; তিনিই সেই শৈল, যা আত্মিক দানগুলি দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করে: ক্রুশকাষ্ঠের আঘাতে সেই শৈল তাঁর বুক থেকে আমাদের জন্য জীবন-পানীয় প্রবাহিত করল। এজন্য সুসমাচারে তিনি বলেন, *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।* আর নানা দৃষ্টান্তের যথেষ্ট সমরূপ পরম্পরা অনুসারে, সেই জনগণ মান্না খাদ্য ও শৈলের জলে আধ্যাত্মিক ভাবে পৌঁছবার জন্য প্রথমে সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল: বস্তুত নবজন্মের জল আগে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে ও পরে আমাদের সেই পবিত্র ভোজে চালিত করে, যে ভোজে আমরা আমাদের মুক্তিসাধকের মাংস ও রক্তের সহভাগিতা করি।

আত্মিক শৈল রহস্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা অত্যন্ত উপকারী: বস্তুত সেই শৈল থেকেই মণ্ডলীর সেই প্রথম পালক নাম নিয়েছিলেন যাঁর উপরে মণ্ডলীর গোটা গৃহ অটল ও স্থিতমূল হয়ে থাকে; আবার সেই শৈল থেকেই পুণ্যময়ী মণ্ডলী জন্ম নেয় ও খাদ্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, কোন দৃষ্টান্ত না দিয়ে কিন্তু কেবল সাধারণ একটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাস্য ও করণীয় বস্তু বলে উপস্থাপিত হয়, তার চেয়ে শ্রোতাদের হৃদয় তারই দিকে অধিক আকৃষ্ট ও তাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, যা প্রাচীনকালে ঘটিত বলে উপস্থাপিত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর করা হয়। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, এমনটি করি, এ শৈলের রক্ষাফলকের কাছে সর্বদা সংযুক্ত হয়ে থেকে আমরা যেন অস্থায়ী বস্তুর প্রতিকূলতা ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণের কারণে দৃঢ় বিশ্বাস বিষয়ে কখনও টলমান না হই। পার্থিব যত পছন্দ তুচ্ছ করে আমরা যেন বর্তমান কালে কেবল আমাদের মুক্তিসাধকের স্বর্গীয় দানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই; এজীবনের সঙ্কটের মাঝে কেবল তাঁর দর্শনের প্রত্যাশাই যেন আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

এসো, আমরা রাজা ও নবী দাউদের মহান আদর্শ মনোযোগের সঙ্গে ভাবি: রাজ্যের যত ঐশ্বর্য ও যত সম্মানের মাঝেও কোন সান্ত্বনা পেতে পারলেন না, যতক্ষণ না ঊর্ধ্ব বাসনার দিকে মনশ্চক্ষু তুলে তিনি ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেলেন।

আমরা যেন তাঁর সেই একই দর্শন লাভ করতে যোগ্য হতে পারি, এসো, আমাদের মন ও দেহ থেকে সেই সমস্ত রিপু প্রত্যাহার করি যা সেই দর্শন পাবার পথে বাধা স্বরূপ। সেই দর্শনের নাগাল পেতেই পারব না, যদি না সততার পথে চলি, কেননা তাঁর উজ্জ্বল শ্রীমুখ কেবল তাদেরই কাছে দৃষ্টিগোচর যাদের হৃদয় শুদ্ধ: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

নিজ প্রসন্নতায় যিনি এ প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই যীশুখ্রীষ্টই তা পূরণ করুন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১,১৩
প্র আমিই উত্তম মেষপালক:
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।
প্র দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব; জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব, আমি নিজে তাদের

চরাব।
℟ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

বুধবার

প্রথম পাঠ - হো ১:১-৯; ৩:১-৫

নবী আপন জনগণের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে, এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে প্রভুর এই বাণী বেয়েরির সন্তান হোসেয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রভু যখন হোসেয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন, তখন প্রভু হোসেয়াকে বললেন: 'যাও, স্ত্রীরূপে একটা বেশ্যা নাও ও বেশ্যাচারের সন্তানদের পিতা হও, কেননা এই দেশ প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় বেশ্যাচার ছাড়া কিছুই করে না!'

তাই তিনি গিয়ে দিব্‌লাইমের কন্যা গোমেরকে নিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তার নাম যেস্রেয়েল রাখ, কারণ অল্প দিন পরে আমি যেহুর কুলকে যেস্রেয়েলের রক্তপাতের প্রতিফল দেব, এবং ইস্রায়েলকুলের রাজ্য শেষ করে দেব। সেইদিন আমি যেস্রেয়েল-উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনু ছিন্ন করব।'

স্ত্রীলোকটা আবার গর্ভধারণ করে এক কন্যা প্রসব করল। প্রভু হোসেয়াকে বললেন, 'তুমি তার নাম লো-রুহামা রাখ, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলকে আর স্নেহ করব না; না, তাদের আর কখনও দয়া করব না। যুদাকুলকেই বরং আমি স্নেহ করব, তাদেরই পরিত্রাণ করব; ধনু বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা রণ-অশ্ব বা অশ্বারোহী দ্বারা নয়, তাদের পরমেশ্বর প্রভু দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পাবে।'

লো-রুহামাকে দুধ-ছাড়ানোর পরে গোমের গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু বললেন, 'তুমি তার নাম লো-আম্মি রাখ, কারণ তোমরা আমার জনগণ নও, আর তোমাদের পক্ষে আমি নেই।'

প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি আবার যাও, এবার এমন স্ত্রীলোককে ভালবাস, যে আর একজনকে ভালবাসে, যে ব্যভিচারিণী; ঠিক যেমনটি প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের ভালবাসেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফেরে ও কিশমিশের পিঠা ভালবাসে।'

তাই আমি পনেরো রুপোর টাকা ও বারো মণ যবের বিনিময়ে তাকে কিনে নিলাম; তাকে বললাম, 'তুমি অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে শান্ত থাকবে; ব্যভিচার করবে না, কোন পুরুষের সঙ্গে যাবে না; আমিও তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব।' কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা অনেক দিন ধরে থাকবে রাজাহীন, নেতাহীন, যজ্ঞহীন, স্মৃতিস্তম্ভহীন, এফোদহীন ও তেরাফিমহীন। পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিরে আসবে ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ করবে, এবং অন্তিমকালে সভয়ে প্রভুর ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে ফিরবে।

শ্লোক ১ পি ২:৯-১০; রো ৯:২৬
℣ তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ,
℟ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।
℣ যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।
℟ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' ১০ম বিভাগ

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা জীবন থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা শ্রেয়তর জীবনাচরণে আমাদের নতুন করে চালিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা এই দেহ-পোশাক আমাদের ত্যাগ করাতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের মৃতদেহ কেড়ে নিতে সক্ষম, আমাদের দেহ ফিরিয়ে দিতেও সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যার সামনে কোন মানুষ দাঁড়াতে সক্ষম নয়! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হতে, তার হুল ছিন্ন করতে, তার শক্তি নিঃশেষ করতে ও তার বিজয় শূন্য করতে সক্ষম! এমন সময় আসবে যখন একথা বলে মৃত্যুকে অপমানও করা যেতে পারবে: *হে মৃত্যু, কোথায় তোমার হুল? কোথায় তোমার বল?*

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান! তার কারণ, খ্রীষ্টপ্রেমই মৃত্যুর পরিণতি। এজন্য তিনি বলেন, *হে মৃত্যু, আমিই হব তোমার পরিণতি; হে পাতাল, আমিই হব তোমার কশা।* বস্তুত খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের প্রেমও মৃত্যুর মত বলবান, কারণ অতীত জীবনের ধ্বংস, রিপু প্রত্যাহার ও মৃত্যুজনক কর্মকাণ্ডের পরিত্যাগ ঘটলে সেই প্রেম এক প্রকার মৃত্যু হতে হবে।

আমাদের এ প্রেম খ্রীষ্টের প্রেমের জন্য প্রতিদান স্বরূপ হোক, যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের তুলনা করা যায় না—আমাদের প্রেম তাঁর প্রেমের ঠিক যেন ফেকাশে

ছবি। *কেননা তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন*, ও তাঁর প্রেমের আদর্শদানে তিনি তাঁর সমরূপ হবার জন্য ও স্বর্গীয় মানুষ পরিধান করার জন্য আমাদের কেমন যেন আহ্বান করেন।

তিনি আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন, আমাদের তাঁকে সেইভাবে ভালবাসতে হবে, কেননা তিনি আমাদের কাছে একটা আদর্শ রেখে গেছেন আমরা যেন তাঁর পদচিহ্নের অনুসরণ করি।

এজন্য তিনি বলেন, *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর*; অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন বলেন, তুমি আমাকে সেভাবে ভালবাস আমি তোমাকে যেভাবে ভালবেসেছি। তোমার মনে, তোমার স্মৃতিতে, তোমার বাসনায়, তোমার আকাঙ্ক্ষায়, তোমার বিলাপে, তোমার আর্তনাদেই আমাকে রাখ।

হে মানুষ, একথা বিস্মৃত হয়ো না যে, তুমি যা আছ, সেই সমস্ত আমা থেকেই আগত। স্মরণে রাখ আমি কেমন করে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে তোমাকেই প্রাধান্য দিয়েছি, কেমন মর্যাদায় তোমাকে উন্নীত করেছি, কেমন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে তোমার মাথা ভূষিত করেছি, কেমন করে তোমাকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্যই ছোট করেছি, কেমন করে সবকিছুই রেখেছি তোমার পদতলে। তোমাকে যা দান করেছি, তা শুধু নয়, তোমার জন্য আমি অসহ্য ও অন্যায্য যা কিছু ভোগ করেছি, তাও মনে রেখ। তবেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় আমার প্রতি তোমার ব্যবহার কেমন অন্যায্য। বস্তুত কেইবা তোমাকে সেভাবে ভালবাসে আমি তোমাকে যেভাবে ভালবাসি? আমি ব্যতীত কেইবা তোমাকে সৃষ্টি করেছে? আমি ব্যতীত কেইবা তোমার মুক্তিমূল্য দিয়েছে?

হে প্রভু, আমার অন্তর থেকে এ পাষাণ হৃদয় সরিয়ে দাও; এ শক্ত হৃদয় ফেলেই দাও; অপরিচ্ছেদিত এ হৃদয় ধ্বংস কর। আমাকে নতুন হৃদয় দান কর, এমন হৃদয় যা মাংসেরই হৃদয়, যা শুদ্ধ!

তুমি যে হৃদয় পরিশুদ্ধ কর, এসো, আমার হৃদয় দখল কর, এ হৃদয়কে আলিঙ্গন কর, তাকে সন্তুষ্ট কর।

আহা, আমার সমস্ত উচ্চতার চেয়েও উচ্চতর হও, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থানের চেয়েও অন্তরতর হও। তুমি যে সমস্ত সৌন্দর্যের আদর্শ ও সমস্ত পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, তোমার প্রতিমূর্তি অনুসারেই আমার হৃদয় খোদাই কর; তোমার দয়ার হাতুড়ি দ্বারা তাকে খোদাই কর—হে আমার হৃদয়ের ও আমার উত্তরাধিকারের ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমি যে আমার সনাতন সুখ। আমেন।

শ্লোক পরম গীত ৮:৬-৭; যোহন ১৫:১৩

প্রঃ প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান। তার শিখা আগুনের শিখা, তা ঐশাগ্নির ঝলক!

উঃ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

প্রঃ বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।

উঃ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - হো ২:৪,৮-২৫

অবিশ্বস্ততার কারণে দন্ডিত ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরবে

প্রভু একথা বলছেন:
বিবাদ কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে বিবাদ কর,
কারণ সে আমার স্ত্রী আর নয়,
আমিও তার স্বামী আর নই।
নিজের মুখ থেকে সে তার বেশ্যাচারের যত চিহ্ন মুছে দিক,
নিজের বুক থেকে তার ব্যভিচার দূর করে দিক।
এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দিয়ে তোমার পথ রোধ করব,
তার চারদিকে প্রাচীর দেব
যেন সে নিজের কোন পথের সন্ধান না পেতে পারে।
সে তার প্রেমিকদের পিছু পিছু দৌড়বে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না;
সে তাদের খোঁজ করে বেড়াবে,
কিন্তু তাদের খোঁজ পাবে না।
সে তখন বলবে: 'আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরব,
কারণ এখনকার চেয়ে তখনই আমার মঙ্গল বেশি ছিল।'
সে তো বুঝতে পারেনি যে,
আমিই সেই গম, নতুন আঙুররস ও তেল তাকে দিচ্ছিলাম,
আমিই তার জন্য যুগিয়ে দিচ্ছিলাম সেই রুপো আর সোনা,
যা তারা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ব্যবহার করল।

এজন্য আমিও গমের সময়ে আমার গম,
ও আঙুরফলের ঋতুতে আমার আঙুররস ফিরিয়ে নেব;
সেই পশম ও ক্ষোম-কাপড়ও নেব,
যা তার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত করার জন্যই ছিল।
তখন তার প্রেমিকদের চোখের সামনে
আমি তার লজ্জা অনাবৃত করব—
কেউই তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না!
আমি তার সমস্ত আমোদপ্রমোদ,
তার পর্বোৎসব, অমাবস্যা, সাব্বাৎ
ও যত মহাপর্ব বাতিল করে দেব;
তার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ সবই বিনষ্ট করব,
যা সম্বন্ধে সে বলছিল,
'এ তো আমার প্রেমিকদের দেওয়া উপহার!'
আমি সেইসব কিছু জঙ্গল করব,
করব বন্যজন্তুদের চারণমাঠ।
তাকে আমি বায়াল-দেবদের সেই দিনগুলির প্রতিফল ভোগ করাব,
যখন তাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত,
ও যত আঙটি ও অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃতা করত,
তার প্রেমিকদের পিছু পিছু যেত,
কিন্তু এই আমাকে ভুলে থাকত!
—প্রভুর উক্তি।
সুতরাং দেখ, আমি তাকে ভুলিয়ে
প্রান্তরে আনব ও তার হৃদয়ের উপরেই কথা বলব।
সেখান থেকে আমি তার আঙুরখেত ফিরিয়ে দেব,
আখোর উপত্যকাকে আশাদ্বারে পরিণত করব।
সেখানে সে সাড়া দেবে,
যেমন সাড়া দিত তার তরুণ বয়সের দিনগুলিতে,
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলিতে।
সেইদিন যখন আসবে—প্রভুর উক্তি—
তুমি আমাকে 'আমার স্বামী' বলে ডাকবে,
আমাকে 'আমার বায়াল-দেব' বলে আর ডাকবে না।
আমি তার মুখ থেকে বায়াল-দেবদের যত নাম বাতিল করে দেব,
তাদের নামগুলির আর স্মরণ থাকবে না।
সেইদিন আমি তাদের জন্য
বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরিসৃপদের সঙ্গে এক সন্ধি করব;
ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভেঙে দিয়ে
তা দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব;
নিরাপদেই তাদের শুতে দেব।
আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই
তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব;
আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
সেইদিন যখন আসবে, আমি তখন সাড়া দেব,
—প্রভুর উক্তি—
আমি আকাশকে সাড়া দেব,
আকাশ ভূমিকে সাড়া দেবে;
আর ভূমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলকে সাড়া দেবে,
আর এগুলো যেস্রেয়েলকে সাড়া দেবে।

আমি নিজেরই জন্য তাকে এ দেশে রোপণ করব,
লো-রুহামাকে স্নেহ করব,
লো-আম্মিকে বলব, 'তুমি আমার আপন জনগণ,'
এবং সে বলবে, 'তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।'

শ্লোক প্রত্যা ১৯:৭,৯; হো ২:২২
প্র মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে; তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
উ সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত!
প্র আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
উ সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত!

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্ত সাধু যোহন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' ৩৮

আমি তোমাকে আমার কনে করব চিরকালের মত

যে আত্মা ঈশ্বরে মিলিত ও রূপান্তরিত, সেই আত্মা ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করে, ও তিনি যে জীবনীশক্তি তার মধ্যে সঞ্চার করেন, সেই আত্মা সেই জীবনীশক্তিকে তাঁর দিকে প্রতিবিম্বিত করে। আমার মতে, সাধু পল একথা ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা!* তেমন কিছু সিদ্ধপুরুষদের বেলায় নিম্নলিখিত বর্ণনা অনুসারেই ঘটে।

আত্মায় যে সর্বোৎকৃষ্ট তেমন কিছু ঘটবে, একথা অসম্ভব বলে মনে করতে নেই; কেননা যখন ঈশ্বর আত্মাকে এ অনুগ্রহ দান করেন আত্মা যেন ঈশ্বররূপী হয়ে উঠে পরমত্রিত্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তখন সহভাগিতা গুণে আত্মা ঈশ্বর হয়ে ওঠে। তখন আত্মায় উপলব্ধি, জ্ঞান ও ভক্তি সংক্রান্ত অন্য এমন এক জীবন উপস্থিত হয়, যা ত্রিত্বে ও ত্রিত্বের ঐক্যে সাধিত ও স্বয়ং ত্রিত্বের সদৃশ জীবন।

তেমন কিছু কিন্তু কেবল দান ভিত্তিতেই সাধিত, কারণ সবসময় ঈশ্বরই সেই সবকিছু সাধন করেন যা আত্মায় ঘটে থাকে। তা কেমন করে ঘটে, একথা জানা সম্ভব নয়, ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়। কেবল এটুকু দেখানো যেতে পারে যে, ঈশ্বরের পুত্রই তেমন সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা আমাদের জন্য অর্জন করেছেন ও তিনিই আমাদের ঈশ্বরসন্তান হবার যোগ্যতা দান করেছেন; তেমন কিছু পিতার কাছে যাচ্‌না করে তিনি বলেছিলেন, *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ;* অর্থাৎ কিনা, স্বরূপে আমি যে কর্ম সাধন করি, তারা যেন সহভাগিতা গুণে সেই একই কর্ম সাধন করতে পারে, আর কর্মটি হল পবিত্র আত্মাকে দান করা।

তিনি আরও বললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।*

সুতরাং, পুত্রের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, ঈশ্বর তাদের কাছেও সেই ভালবাসা দান করেছেন; পুত্রের কাছে তিনি যেভাবে স্বরূপ অনুসারেই ভালবাসা দান করেছেন, সেভাবে নয়, কিন্তু ভালবাসার মিলন ও রূপান্তর গুণেই তাদের কাছে ভালবাসা দান করেছেন। পুত্র পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, মনোনীতরা যেন এক হয়—পিতা ও পুত্র অনন্য সত্তা ও স্বরূপ অনুসারে এক, এই অর্থে নয়, কিন্তু পিতা ও পুত্র যেভাবে ভালবাসার ঐক্যে মিলিত, তারাও সেভাবে ভালবাসার ঐক্যে জীবনযাপন করতে পারে। ফলত স্বরূপে ঈশ্বর যা কিছুর অধিকারী, আত্মাগুলো সহভাগিতা গুণে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের অধিকারী। এই ভিত্তিতে আত্মা সহভাগিতা গুণে ঈশ্বর, তাঁরই সমান ও তাঁর অংশীদার।

এজন্য সাধু পিতর বলেন, *ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।*

ঈশ্বরের সাহচর্যে পরমত্রিত্বের কর্ম সাধন করায় আত্মা সেইভাবে ঈশ্বরের সহভাগী হয় যেভাবে উপরে বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ সেই ঐক্য গুণে যা বর্তমানে আত্মাকে পরাৎপরের সঙ্গে অপূর্ণাঙ্গ ভাবে আবদ্ধ রাখে, কিন্তু পরজীবনে তাকে তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপেই সংবদ্ধ করে রাখবে। তথাপি এই পর্যায়ে পৌঁছে আত্মা ইতিমধ্যেও অসীম ও অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে।

তেমন সর্বোচ্চ চূড়ার জন্য সৃষ্ট ও সেদিকে আহূত হে আত্মাগুলি, তোমরা কী করছ? কিসেতে আসক্ত হয়ে থাকছ? তেমন আলোর সামনে অন্ধ ও তেমন অধিকারসম্পন্ন আহ্বানের সামনে তোমরা কি বধির হয়েই থাকতে চাইবে?

শ্লোক ১ যোহন ৩:১,২

প্র দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
উ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!
প্র আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন:
উ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - হো ৪:১-১০; ৫:১-৭

যাজকশ্রেণীর মধ্যেও কলুষ!

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, প্রভুর বাণী শোন,
কারণ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন:
দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে,
হত্যাকান্ড ও একের পর এক রক্তপাত সাধিত হচ্ছে।
এজন্য দেশ শোকপালন করছে,
দেশবাসী সকলে ম্লান হচ্ছে,
তাদের সঙ্গে বন্যজন্তু ও আকাশের পাখিরাও তেমনি করছে,
সমুদ্রের মাছগুলিও মিলিয়ে যাবে।
কিন্তু কেউ অভিযোগ না করুক, কেউ অনুযোগ না করুক,
কারণ তোমার বিরুদ্ধেই, হে যাজক, আমার অভিযোগ।
দিনের বেলায়ই তুমি হোঁচট খাচ্ছ,
রাতের বেলায় নবীও তোমার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে,
তবে আমি তোমার মাতাকে তার সদ্‌জ্ঞান-অভাবের কারণে স্তব্ধ করে দেব,
আমার আপন জনগণকেই স্তব্ধ করা হবে।
যেহেতু তুমি সদ্‌জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
সেজন্য আমি যাজকরূপে তোমাকেই অগ্রাহ্য করব;
যেহেতু তুমি তোমার পরমেশ্বরের নির্দেশবাণী ভুলে গেছ,
সেজন্য আমি তোমার সন্তানদের কথা ভুলে যাব।
তারা সংখ্যায় যত বেশি ছিল,
আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করল;
তাদের গৌরব যিনি, তাঁকে তারা দুর্নামের সঙ্গে বিনিময় করল।
আমার জনগণের পাপ—এতেই তারা নিজেদের পুষ্ট করে,
আমার জনগণের শঠতা—এর প্রতিই তাদের লোভ।
কিন্তু জনগণের যেমন দশা, যাজকেরও তেমন দশা—
তাদের আচরণের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব,
তাদের অপকর্মের প্রতিফল দেব।
তারা খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
বেশ্যাগিরি করবে, কিন্তু তাদের বংশবৃদ্ধি হবে না,
কারণ তারা প্রভুকে মান্য করায় ক্ষান্ত হয়েছে।

হে যাজকেরা, একথা শোন,
ইস্রায়েলকুল, মনোযোগ দাও,
হে রাজকুল, কান পেতে শোন,
কারণ ন্যায্যতা-রক্ষা তোমাদেরই হাতে;
অথচ তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ হয়েছ,
ও তাবরে পাতা জালস্বরূপ হয়েছ;
তারা সিত্তিমে গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছে,
কিন্তু আমি তাদের সকলেরই দন্ড দিতে যাচ্ছি।
এফ্রাইমকে আমি জানি,
ইস্রায়েলও আমার কাছে গোপন নয়।

এফ্রাইম, তুমি তো বেশ্যাগিরি করেছ!
ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত করেছে।
তাদের কাজকর্ম তাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরতে বাধা দেয়,
কারণ তাদের মধ্যে বেশ্যাচারের এক আত্মা বিরাজ করছে,
আর তারা প্রভুকে আর জানে না।
ইস্রায়েলের দম্ভ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
ইস্রায়েল ও এফ্রাইম নিজেদের অপরাধে নিজেরাই হোঁচট খাবে,
যুদাও হোঁচট খাবে তাদের সঙ্গে।
তাদের মেষপাল ও গবাদি পশু নিয়ে
তারা প্রভুর অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাঁকে পায় না,
কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।
প্রভুর প্রতি তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে,
তারা যে উৎপন্ন করেছে জারজ সন্তান;
এখন অমাবস্যাই তাদের ও তাদের জমা-জমি গ্রাস করবে।

শ্লোক সাম ১৪:১,২; হো ৪:১
℟ নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
℣ স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।
℟ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন: দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
℣ স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

দ্বিতীয় পাঠ - ফেররান্দুস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে তাত্ত্বিক পত্র' ১৪-১৫

যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল

খ্রীষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন। তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

সুতরাং তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয় বিধায় তিনি চিরকালের মত যাজক হয়ে থাকেন: যে হিসাবে তিনি যাজক হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন; যে হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে তিনি হীনতর বলে প্রতীয়মান। ফলত, হয় যাজকত্ব একদিন শেষ হবে, না হয় তিনি সবসময়ের মত হীনতর হয়ে থাকবেন; কেননা যাজক যাঁর যাজক, সেই ঈশ্বরের চেয়ে যাজক সবসময়ই হীনতর।

তথাপি যাজক দু' ধরনের কাজ সম্পাদন করে: হয় সাড়া পাবার জন্য মিনতি জানায়, না হয় সাড়া পেয়ে ধন্যবাদ জানায়; সে যখন মিনতি জানায়, তখন মিনতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করে; যখন মিনতি জানায়, তখন পাপীদের প্রয়োজন উত্থাপন করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন অনুতপ্তদের কাছে দয়ার খাতিরে মঞ্জুর করা উপকারগুলি উল্লেখ করে; যখন মিনতি করে, তখন দোষীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন যারা ক্ষমা পেয়েছে তাদের আনন্দের সহভাগিতা করতে ইচ্ছা করে। এভাবে খ্রীষ্টও, যেহেতু তিনি এমন চিরকালীন যাজকত্বের অধিকারী যা অন্যান্য যাজকদের যাজকত্বের মত অনিত্য নয়, বরং তাঁর যাজকত্বকে মৃত্যু কখনও শেষ করে দিতে পারবে না, সেজন্য ক্রুশে নিজ দেহ বলিরূপে উৎসর্গ করে আমাদের জন্য মিনতি জানালেন, ও এখনও সকলের হয়ে মিনতি জানিয়ে থাকেন কারণ তাঁর ইচ্ছাই, আমরাও যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে শুচিশুদ্ধ বলি হতে পারি।

কিন্তু যখন ঐশদয়া আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে সাধিত হবে, যখন মৃত্যু বিজয়ে কবলিত হবে, যখন আমাদের সমস্ত অমঙ্গল কেটে যাবে, যখন সমস্ত মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা আর পাপ করব না, কষ্টও করব না, শয়তানের চাতুরি আমাদের ভোগ করতে হবে না, বরং পরম শান্তিসুখে রাজত্ব করব, তখন আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার মত আর কিছু না থাকায় তিনি আমাদের হয়ে আর মিনতি করবেন না; কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হবেন না।

কেননা আজ যেমন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে দয়া প্রার্থনা করি, তেমনি আমরা যখন সেই সুখে অধিষ্ঠিত হব, তখন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করব। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে প্রেরিতদূত বলেন: *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান।*

কারণ তিনি যদি এমন সময় যাজক-ভূমিকা ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমরা তখন কার্ দ্বারাই বা স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করতে পারতাম? আমরা কি ঈশ্বরের স্তুতি ছাড়া চিরকাল থাকব? কিন্তু সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।* তাহলে আমরা যখন প্রশংসা নিত্যই করে থাকব, তখন অবশ্যই স্তুতি-বলিদান নিত্য উৎসর্গ করব, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান।*

সুতরাং খ্রীষ্ট সবসময়ের মত হবেন সেই যাজক যাঁর দ্বারা আমরা স্তুতি-বলিদান নিত্যই উৎসর্গ করে থাকব।

যাজক হিসাবে তিনি সবসময় হীনতর হবেন; তথাপি যেহেতু খ্রীষ্ট নিত্যই এক, সেজন্য তিনি নিজেই যাজক ও তিনি নিজেই সেই ঈশ্বর যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে ভক্তদের দ্বারা নিত্যই পূজিত, বন্দিত ও গৌরবান্বিত। তিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন, আবার তিনিই আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করেন; তিনিই ধন্যবাদ জানান, আবার তিনিই অনুগ্রহ দান করেন; আর যেহেতু তিনি নিজ মণ্ডলীর কাছে দৈনিক যজ্ঞ উৎসর্গ করার নিয়ম শিখিয়েছেন যাতে সাক্ষ্যমরদের জন্য ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয় ও সেই সকল পাপীর হয়ে প্রার্থনা করা হয় যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছে ও যারা ইতিমধ্যে জগৎ ত্যাগ করেছে, সেজন্য যতদিন আমরা এ দুঃখী অবস্থায় রয়েছি, ততদিন তিনি নিজেই আমাদের হয়ে মিনতি জানান, আর তিনি যখন আমাদের স্বর্গীয় করবেন, তখন আমাদের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন; অতএব সেই শাশ্বতকালীন যাজক উভয় যাজকত্ব ক্ষেত্রে এমন যাজকত্বের অধিকারী যার কখনও শেষ হবে না। সুতরাং যে বাণী আমরা হিব্রুদের পত্রে পাঠ করে থাকি, সেই বাণী সত্যিই সত্য: *যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল।*

শ্লোক হিব্রু ৪:১৪,১৬; রো ৩:২৫

প্র আমরা এক পরম মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করেছেন—সেই ঈশ্বরপুত্র যীশু।

উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।

শনিবার

প্রথম পাঠ - হো ৫:১৫খ–৭:২

মনপরিবর্তন অকপট না হলে তা বৃথা

প্রভু একথা বলছেন:
তাদের সঙ্কটে তারা সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে;
অর তখন বলবে,
‘এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন,
কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন;
আমাদের আঘাত করলেন,
কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু’ দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।’
এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম,
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার:
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
কিন্তু তারা আদমের মত সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
এই যে কোথায় তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
গিলেয়াদ তো অপকর্মাদের নগর,
তা রক্তে কলঙ্কিত।
ওত পেতে থাকা দস্যুদের মত
এক দল যাজক সিখেমের দিকের পথে নরহত্যা করে:
আহা, কেমন জঘন্য ব্যাপার!

বেথেলে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি,
সেইখানে হয়েছে এফ্রাইমের বেশ্যাচার,
সেইখানে ঘটেছে ইস্রায়েলের কলুষ।
আমি যখন আমার আপন জনগণের দশা ফেরাব,
তখন তোমার জন্যও, হে যুদা, নিরূপিত থাকবে এক ফসল!
যখনই আমি ইস্রায়েলকে নিরাময় করতে চাই,
তখনই এফ্রাইমের শঠতা ও সামারিয়ার অপকর্ম প্রকাশ পায়;
কারণ প্রতারণাই তাদের চর্চা:
ভিতরে চোরের প্রবেশ,
বাইরে দস্যুর লুটতরাজ!
আমি যে তাদের সমস্ত অধর্ম স্মরণে রাখি,
একথা তারা কি ভাবেই না?
তাদের সমস্ত কর্ম চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে,
সেইসব কিছু আমার মুখেরই সামনে উপস্থিত।

শ্লোক মথি ৯:১৩; হো ৬:৪,৬

℣ তোমরা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নাও,
℟ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
℣ সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম, তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
℟ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

দ্বিতীয় পাঠ - লিয়নের সন্ন্যাসী মার্টিনের উপদেশাবলি উপদেশ ২৬

এ সমস্ত কিছু খ্রীষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে

এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন; আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান। যে ভক্তরা অধর্ম সাধনে প্রভুর কাছ থেকে দূরে গেছিল, এ বচন দ্বারা তারা শুভকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পরস্পরকে উৎসাহদান করে। তাই এ হল ভক্তদের কণ্ঠস্বর, ঠিক যেন আমরাই বলতাম, পাপ করে যাঁকে ত্যাগ করেছি, *এসো, সেই প্রভুর কাছে ফিরে যাই,* কারণ দেহধারণ করে তিনি নিজেই প্রথম আমাদের কাছে আসছেন, এবং নিজ যন্ত্রণাভোগ দ্বারা আমাদের বন্দিদশা স্বাধীনতায় পরিণত করে তিনি নিজেই *আমাদের নিরাময় করবেন।*

স্নেহময় পিতার মত আমাদের শাসন করে *তিনি আমাদের আঘাত করলেন,* কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তিনি নিজেই *বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান, এবং দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন।* এ সমস্ত কিছু খ্রীষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে, কেননা বৃহস্পতিবারে সমর্পিত হয়ে ও শুক্রবারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি রবিবার ভোরে পুনরুত্থান করে পাতাল থেকে ফিরে এলেন। *আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।* এ বাণী দ্বারা তিনি আমাদের দেখান যে, ইস্রায়েল ও যুদা যদি একই পুনরুত্থিত প্রভুতে বিশ্বাস রাখত, তাহলে তাদের একটিমাত্র রাখাল ও রাজা থাকতেন, সেই দাউদ তথা সেই খ্রীষ্ট যিনি মাংস অনুসারে দাউদকুলে জাত।

দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, অর্থাৎ সেই দু' দিন যা তিনি সমাধিতে অতিবাহিত করলেন। *এবং তৃতীয় দিনে* মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি নিজের সঙ্গে *আমাদের পুনরুত্থিত করবেন* এবং এখন ও ভাবী কালেও আমরা নিরাময় হয়ে উঠে ও সঞ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হয়ে *তাঁর সাক্ষাতে জীবনযাপন করব*—হ্যাঁ, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা মৃত অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। উপরন্তু, এখন তাঁর অনুকরণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ঈশ্বরত্বের মহিমায় তাঁকে জানতে পারব, ও পরে স্বর্গারোহণের ফলে প্রভুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারব। এজন্য লেখা আছে: *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে নবী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টে বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে।

আমাদের পক্ষে প্রথম দিন হল সেই দিন, যেদিনে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করি; দ্বিতীয় দিন আত্মাদের বিশ্রামে ঘটে; তৃতীয় দিন সার্বজনীন পুনরুত্থানেই সাধিত। আরও, নবী যখন বলেন, আমরা পুনরুত্থিত হব ও *তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব,* তখন এ বাণী তাদেরও লক্ষ করতে পারে যারা পাতালে বন্দি অবস্থায় ছিল ও তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করল। তারপর নবী বলে চলেন, *ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।* ভোর হল সেই আলোর উদয় যা অন্ধকার দূর করে দেয়; আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি: এসো, খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাই, যেন ভোরের আগমনে যেমন রাতের অন্ধকার দূর করা হয়, তেমনি কুমারীগর্ভ সেই বাসর থেকে খ্রীষ্টের আগমনে পাপের যত অন্ধকার ঘুচে যায় ও সত্যের আলো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক হো ৬:২; ২ করি ৪:১৩-১৪

প্র দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
উ তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
প্র একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও বিশ্বাস করি যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন।
উ তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

২৪শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - হো ৮:১-১৪

রাজাদের, মূর্তিপূজা ও মিথ্যা উপাসনাকর্মের বিরুদ্ধে বাণী

মুখে তুরি দাও!
ঈগল পাখির মত সর্বনাশ প্রভুর গৃহের উপর নেমে আসছে!
কারণ তারা আমার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
নির্দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে;
ইস্রায়েল নাকি আমার কাছে চিৎকার করে বলে:
'হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে স্বীকার করি!'
অথচ ইস্রায়েল যা মঙ্গল তা দূরে ফেলে দিয়েছে;
তাই শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করবে।
তারা রাজাদের বানিয়েছে—কিন্তু আমার সম্মতিতে নয়;
তারা নেতাদের নিযুক্ত করেছে—কিন্তু আমার অজান্তে;
তাদের সোনা-রুপো দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করেছে—কিন্তু তাদের সর্বনাশ হবেই।
সামারিয়া, তোমার বাছুর আমি তুচ্ছই করি!
ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল;
নিজেদের নিষ্কলঙ্ক করতে আর কতকাল ওরা দেরি করবে?
কেননা সেই বাছুর ইস্রায়েল দ্বারাই গড়া,
তা একটা কারুকর্মীর হাতের কাজ, তা ঈশ্বর নয়;
টুকরো টুকরো করা হবেই সামারিয়ার সেই বাছুর!
তারা বাতাস বুনেছে, তাই ঝঞ্ঝাই সংগ্রহ করবে।
তাদের গমে শিষ থাকবে না,
গজে উঠলেও তা কখনও ময়দা দেবে না,
দিলেও, তা ভিনদেশীরাই গ্রাস করবে।
ইস্রায়েলকেও গ্রাস করা হয়েছে;
এখন তারা জাতিসকলের মধ্যে হীন পাত্রেরই মত।
তারা তো আসিরিয়া পর্যন্তই গেল,
সেই আসিরিয়া, যা এমন বন্য গাধা যে একাকীই থাকে;
এফ্রাইম নিজের জন্য প্রেমিকদের কিনে নিয়েছে;
জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের কিনে নিয়েছে বিধায়
এখন আমি এদের সকলকে একত্রে ঘিরে ফেলব;
তারা শীঘ্রই টের পাবে সেই রাজাধিরাজের বোঝা!
এফ্রাইম নিজের পাপের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি উত্তরোত্তর গাঁথতে থাকে,
কিন্তু এই যজ্ঞবেদিগুলিই তাদের পক্ষে পাপের অবকাশ।
তার জন্য আমি হাজার বিধিনিয়ম লিখে গেছি,
কিন্তু সেইসব বিজাতীয় একজনের কাছ থেকে আগত বলেই গণ্য।
তারা আমার কাছে বলি উৎসর্গ করে থাকে,
সেই পশুর মাংসও খেয়ে থাকে,
কিন্তু প্রভু তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না;
তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন,
তাদের মিশরে ফিরে যেতে হবে।

সত্যিই, ইস্রায়েল তার নিজের নির্মাতাকে ভুলে গেছে,
নিজের জন্য নানা প্রাসাদ গেঁথেছে;
আর এদিকে যুদা সুরক্ষিত নগর উত্তরোত্তর নির্মাণ করে থাকে;
কিন্তু তাদের শহরে শহরে আমি আগুন প্রেরণ করব,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে তাদের সেই দুর্গসকল।

শ্লোক রো ১:১৮,২১,২৩

প্র যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে;
উ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।
প্র অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে;
উ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত ‘বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত’ ২য় বিভাগ ১

জগতের পরিত্রাণ কালশ্রেণী অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত

খ্রীষ্টের খাদ্যই জগতের পরিত্রাণ; বস্তুত জগৎ সেই পরিত্রাণের জন্য ক্ষুধিত, তার জন্য আবার পিপাসিত, কারণ পরিত্রাণ তার পানীয়। তিনি জল না দিলে কেবা জল পেতে পারে? আর তিনি যাকে পরিত্রাণ করেন, সে ছাড়া কেইবা পরিত্রাণ পেতে পারে?

কিন্তু জগৎ যার জন্য পিপাসিত, সেই পরিত্রাণ তিনি এক দিকে সেই বিষয়েই সাধিত করেন যা প্রস্তুতি সংক্রান্ত, আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা মুক্তি সংক্রান্ত, ও আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা চরম সিদ্ধি সংক্রান্ত।

প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সব কিছু যা তিনি ভাবী মুক্তি পূর্বদৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্যে জগতের শুরু থেকে তাঁর আগমনকাল পর্যন্ত নিজ পুণ্যজনের মধ্যে সাধন করলেন। মুক্তি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সমস্ত মঙ্গল কাজ যা খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান পর্যন্ত নিজ জীবনকালে সাধন করলেন ও ভোগ করলেন। আর পরম সিদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় হল পুনরুত্থানের গোটা গৌরব। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেন, *আজ ও কাল আমি রোগ-নিরাময় করি, এবং তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব।*

জগতের পরিত্রাণ তিন কালশ্রেণীক্রমে, অর্থাৎ প্রস্তুতি, কর্ম-সাধন ও কর্মফল অনুসারে, তথা দৃষ্টান্ত, অনুগ্রহ ও গৌরব অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত। সর্বপ্রথমে পিতা ঈশ্বর ত্রাণকর্তার প্রতিশ্রুতি সহ যাকোবের কাছে পরিত্রাণ প্রেরণ করলেন; তারপর, ত্রাণকর্তার আগমনের মধ্য দিয়ে তিনি রাজাদের তথা সকল পুণ্যজনদের কাছে পরিত্রাণ দান করলেন; শেষে নিজ রাজাকে মহাবিজয় প্রদান ক'রে, নিজ অভিষিক্তজনের প্রতি, সেই দাউদের প্রতি ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে তিনি ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান দ্বারা পরিত্রাণকর্মের সিদ্ধি ঘটালেন।

আমাদের এ পরিত্রাণকর্ম খ্রীষ্ট দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করেই সাধিত হল। ঘটনা ও কালের গোটা ব্যবস্থা তাঁর দ্বারা এ লক্ষ্যেই চালিত ছিল, এবং যা কিছু এ উদ্দেশ্যে সহযোগিতা দান করত, সেই সব কিছুতে বিশ্বনির্মাতা নিজেও প্রীত হলেন, কারণ সবকিছু ছিল তাঁর গৌরবার্থে, যেমনটি লেখা আছে: *তুমি ধরণির মুখ নবীন করে তোল। প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল; আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন।*

নিজের আগমনের আগে তিনি যা সাধন করেছিলেন, কেবল তা নিয়ে তিনি আনন্দিত হননি, আসল সৃষ্টিকে নিয়েই তিনি আনন্দিত হলেন; তবু জগতে এসে তিনি আমাদের অধর্মের কশাঘাত সানন্দে আপন করলেন। আমি কি বলব, তিনি আনন্দিত না দুঃখিত ছিলেন? আনন্দিত ও দুঃখিত, কথা দু'টোই ঠিক, কেননা তাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *তিনি আনন্দে মেতে ওঠেন তেমন বীরের মত যে পথে দৌড়োয়।* আবার তিনি নিজে এ কথাও বলেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন।* তিনি নিপীড়নের জ্বালায় ও আমাদের জন্য ধারণ করা সেই কঠোর জীবনেই শুধু দেহের যন্ত্রণা ভোগ করেননি, কিন্তু নিজের প্রাণেই আসল দুঃখ অনুভব করলেন—তথাপি স্বচ্ছন্দেই তা গ্রহণ করলেন।

সুখী হলেও তিনি সত্যি দুঃখার্ত হতে চাইলেন, তবু সেই দুঃখ সুখ বিহীন ছিল না, কারণ তাঁর পক্ষে সুখ দুঃখ থেকেই উদ্ভূত ছিল। এজন্য তিনি বলেন, আমি একান্তই বাসনা করেছি, *আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব।*

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাধিত আমাদের পরিত্রাণকর্ম হল পিতার ইচ্ছা, হল খ্রীষ্টের খাদ্য: তিনি এরই জন্য ক্ষুধিত, এ ইঙ্গিত করেই তিনি ক্রুশে বলেন, *আমার তেষ্টা পেয়েছে;* এ-ই আরোগ্যদায়ী পানীয়, এ-ই আনন্দদায়ী আঙুররস, এ-ই সত্যকার আঙুরলতার সত্যকার ফল, অর্থাৎ সেই খ্রীষ্টের ফল যিনি বলেন, *আমিই সত্যকার আঙুরলতা।*

শ্লোক সাম ১০৫:৭,৮,৯,১০; রো ১৫:৮

প্র তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
উ তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।
প্র আমার কথা এ: খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন।
উ তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।

সোমবার

প্রথম পাঠ - হো ৯:১-১৪

দুঃখ ও নির্বাসন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

হে ইস্রায়েল, তত আনন্দ-ফুর্তি করো না,
জাতিসকলের মতও উল্লাসে মেতে উঠো না,
কারণ তুমি বেশ্যাচার করার জন্য
তোমার আপন পরমেশ্বরকে ছেড়ে দূরে গেছ;
শস্যের যত খামারে তোমার বেশ্যাগিরির মজুরি ভালবেসেছ।
খামার বা আঙুরমাড়াইকুন্ড তাদের খাদ্য দেবে না,
নতুন আঙুররসও তাদের আশাভ্রষ্ট করবে।
তারা প্রভুর দেশে আর বাস করবে না,
এফ্রাইমকে মিশরে ফিরে যেতে হবে,
ও আসিরিয়ায় অশুচি খাদ্য খেতে হবে।
তারা প্রভুর উদ্দেশে আঙুররস-নৈবেদ্য আর ঢালবে না,
তাদের সমস্ত বলিদান তাঁর প্রীতিকর হবে না।
শোকের রুটিই হবে তাদের রুটি,
যারা তা খাবে, তারা অশুচি হবে।
তাদের রুটি হবে কেবল তাদেরই জন্য,
যেহেতু প্রভুর গৃহে তা প্রবেশ করবে না।
মহাপর্বদিনে তোমরা তখন কী করবে?
কী করবে প্রভুর পর্বোৎসবে?
দেখ, তারা বিনাশ থেকে রেহাই পাবে,
কিন্তু মিশর তাদের ঘিরে ফেলবে,
মেম্ফিস হবে তাদের কবরস্থান।
তাদের যত রুপোর পাত্র হবে বিছুটিগাছের অধিকার,
তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গজে উঠবে কাঁটাগাছ।
দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে,
প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত,
—একথা ইস্রায়েল জ্ঞাত হোক:
নবী উন্মাদ, অনুপ্রাণিত মানুষ নির্বোধ—
এসব কিছুর কারণ হল তোমার বহু অপরাধ, তোমার ভারী বিদ্বেষ।
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে যে নবী, সে-ই এফ্রাইমের প্রহরী,
কিন্তু তার সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ,
তার আপন পরমেশ্বরের গৃহেও রয়েছে বিদ্বেষ।
গিবেয়ার সময়ের মতই তারা অত্যন্ত ভ্রষ্ট,
কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।
আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম;
আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ক ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম;
কিন্তু তারা বায়াল-পেওরের কাছে এসে পৌঁছেই
সেই লজ্জাকর বস্তুর উদ্দেশে নিজেদের নিবেদন করল,
তাদের ভালবাসার বস্তুর মত ঘৃণ্য হয়ে পড়ল।
এফ্রাইমের গৌরব উড়ে যাবে পাখির মত,
আর প্রসব হবে না, গর্ভ ও গর্ভধারণও আর হবে না।
যদিও তারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে,
তারা মানুষ হবার আগেই তাদের আমি উচ্ছেদ করব;
ধিক্ তাদের, যদি আমি তাদের ত্যাগ করি কোন দিন!
আমি তো দেখতে পাচ্ছি,
এফ্রাইমকে আমি দেখতাম নবীন ঘাসের মাঠে রোপিত তুরসের মত;
তাই এফ্রাইম তার সন্তানদের নিয়ে যাবে জবাইখানায়!

প্রভু, তাদের দাও …; তাদের তুমি কী দেবে?
তাদের অনুর্বর গর্ভ ও শুষ্ক বুক দাও!

শ্লোক সাম ৬০:৩,১৩; হো ৯:৭
℣ হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ; তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের কাছে।
℟ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
℣ দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে, প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত।
℟ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক ৫

সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুতে ভরসা রাখে

ইহুদী জাতির মানুষেরা সত্যিই অসাধারণ নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে মনে করেছিল, তারা শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না, শত্রুরা তাদের কখনও আক্রমণ করবে না, এমনকি মনে করেছিল, চূড়ান্ত অপকর্ম সাধন করলেও ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও তারা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করে যেতে পারবে। বস্তুত তারা প্রতিমার সামনে প্রণিপাত করল, ও বট ও বেল গাছের নিচে বেদি ও মন্দির নির্মাণ করে পরমপবিত্র ঈশ্বরের গৌরব অবজ্ঞা করে অসার দেব-দেবীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করল।

যেরুসালেম-বাসীদের কাছে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে এ বাণী দেওয়া হল: *তোমরা আর বলো না, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার না কর, তাহলে আমি এ স্থানের এমন দশা ঘটাব যেভাবে শীলোর বেলায় ঘটিয়েছি।* নবী মিখার মধ্য দিয়েও তিনি তাদের আঘাত করেছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন, *তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে, তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়, তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে। এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে: 'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই? কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!' এজন্য, তোমাদের কারণে, সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে, যেরুসালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে, এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান!*

তিনি এখানে যেকোনিয়ার মন্দিরগুলোর ধ্বংসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, ও সেই ইস্রায়েলীয়দের নিন্দা করেন, যারা তেমন অমঙ্গলের মধ্যে থাকলেও ও তীব্রতম ও প্রায়ই অপরিহার্য দুর্দশার মধ্যে থাকলেও অবস্থা বুঝেই এমন প্রতিকার নিতে অস্বীকার করল, যা দ্বারা স্বর্গীয় প্রসন্নতা তুষ্ট করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে তাদের কান্না ও মিনতি করা উচিত ছিল, ঈশ্বরের গৃহে আরোহণ করা, তপস্যাকাল আহ্বান করাও উচিত ছিল, কেবল ঈশ্বরের কাছে ত্রাণশক্তি চেয়ে এ যাচ্না করাও উচিত ছিল, তিনি যেন পথভ্রষ্টদের অপরাধ ভুলে যান।

অন্য নবীর মুখ দিয়ে তিনি তাদের কাছে এও শেখাচ্ছিলেন: *যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর; যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর; এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা, চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও, কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত। উপবাস-কাল ঘোষণা কর, জনসভা আহ্বান কর, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর, প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল, হায়, হায়, সেই দিন!* অতএব এ সমস্ত কিছু করেই অনন্য ত্রাণকর্তাকে প্রসন্ন করা উচিত ছিল। অথচ তারা আস্থা ও গর্বে স্ফীত হয়ে এ সমস্ত কিছু করতে চিন্তাটুকুও করল না, বরং পিতৃপুরুষদের ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সেই উচ্চস্থানে ফিরে গেল।

চারদিকে স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তারা তো ক্ষুধা ও তেষ্টায় পরিশ্রান্তই ছিল; বাস্তবিকই অবরুদ্ধ এক নগরীতে তেমন কিছু ঘটা স্বাভাবিক।

অথচ মনপরিবর্তন লাভের জন্যই চিৎকার করা ও ঈশ্বরের সামনে চোখের জল ফেলা দরকার ছিল! তিনি বলেছিলেন, তোমরা যুদ্ধ শুরু করার আগে, তোমরা খড়্গ হাতে তুলে নেওয়ার আগে, শত্রুদের প্রতিরোধ করার আগেই নগরী মরদেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং পরিত্রাণ লাভের জন্য এ উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যে, এ সমস্ত কিছু দিয়ে যে কেউ ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে সক্ষম, বিরাট বিপদের সম্মুখীন হলেও সে ধর্মরীতি অনুসারেই তা পালন করবে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে ধন্য দাউদ গান করেন, *হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, সুখী সেই মানুষ, যে তোমার উপর ভরসা রাখে।*

শ্লোক সাম ১০৬:৪৭,৪
℣ আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর,
℟ আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।
℣ তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু; তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,
℟ আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - হো ১০:১-১৫

রাজা ও সেই বাছুর ধ্বংসিত হবেই

ইস্রায়েল উর্বরতম আঙুরলতা ছিল, তাতে প্রচুর ফল ধরত;
কিন্তু তার ফল যত প্রচুর হত, সে তত যজ্ঞবেদি গাঁথত;
তার মাটি যত উৎকৃষ্ট হত, সে তত সুন্দর করত নিজ স্মৃতিস্তম্ভ।
তাদের হৃদয় পিচ্ছিল;
এখন তারা এর জন্য দণ্ড বহন করবে।
তিনি নিজে তাদের যত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলবেন,
তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করবেন।
তখন তারা বলবে: 'আমাদের আর রাজা নেই,
কারণ আমরা প্রভুকে ভয় করিনি;
কিন্তু রাজাও কিবা করতে পারতেন?'
তারা অসার কথা বলে, মিথ্যা শপথ করে, নানা সন্ধি স্থির করে:
তাই ন্যায়বিচার মাঠের রেখায় রেখায় বিষগাছের মত ছড়িয়ে পড়ে।
সামারিয়ার অধিবাসীরা বেথ্-আবেনের সেই বাছুরটার জন্য উদ্বিগ্ন,
সেখানকার লোকেরা তার জন্য শোকপালন করে, তার পূজারিরাও তাই করে;
তার সেই যে গৌরব এখন আমাদের কাছ থেকে দূর করা হচ্ছে,
তার জন্য তারা মেতে উঠুক!
তাকেও মহান রাজার উপঢৌকন রূপে আসিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে;
তখন এফ্রাইম লজ্জাবোধ করবে,
ইস্রায়েল তার সেই মন্ত্রণার জন্য লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
জলের উপরে খড়টুকরোর মত
সামারিয়া ও তার রাজা ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে।
শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—
সবই বিনষ্ট হবে,
তাদের সমস্ত যজ্ঞবেদির উপরে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গজে উঠবে;
তারা পাহাড়পর্বতকে বলবে: 'আমাদের ঢেকে ফেল,'
উপপর্বতগুলোকে বলবে: 'আমাদের উপরে পড়।'
হে ইস্রায়েল, গিবেয়ার দিনগুলি থেকেই তুমি পাপ করে আসছ;
সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছিল,
শঠতার বংশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম,
তা কি গিবেয়াতে তাদের ধরবে না?
আমি তাদের দণ্ড দিতে আসছি;
তাদের বিরুদ্ধে জাতিসকল একজোট হবে,
কারণ তারা তাদের দ্বিগুণ শঠতার সঙ্গে লেগে আছে।
এফ্রাইম এমন পোষ-মানা গাভী,
যা শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে;
কিন্তু তার সেই সুন্দর ঘাড়ের উপরে
আমি জোয়ালটা ভারী করে দেব;
আমি এফ্রাইমকে লাঙলে লাগাব,
যাকোবকে হাল টানতে হবে।
নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,
কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
তোমাদের ফেলানো জমি চাষ কর:
প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে,
যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
তোমরা অপকর্ম চাষ করেছ,
অধর্ম-ফসল সংগ্রহ করেছ,
মিথ্যার ফল ভোগ করেছ।
তুমি তোমার রথে ও তোমার বহু বহু যোদ্ধায় ভরসা রেখেছ বলে

তোমার শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেগে উঠবে যুদ্ধের কোলাহল,
ও তোমার যত দৃঢ়দুর্গের হবে সর্বনাশ।
যুদ্ধের দিনে সাল্‌মান যেমন বেথ্‌-আর্বেলের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
এবং মাকে আছাড় মেরে ছেলেদের উপরেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
হে বেথেল, তোমার মহা অপকর্মের জন্য তোমার প্রতি তেমনি করা হবে:
প্রভাতে ইস্রায়েলের রাজা মিলিয়ে যাবে!

শ্লোক হো ১০:৮; মথি ২৪:২২
প্র শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—সবই বিনষ্ট হবে;
উ তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।
প্র সেই দিনগুলোর সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না।
উ তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১:২

নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল কর

সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ, প্রভুর বিধানে যারা চলে। সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে। আহা, বাণী বিন্যাস কত সুন্দর, শিক্ষা ও অনুগ্রহে কতই না পরিপূর্ণ! তিনি তো আগে বলেন না *সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,* কিন্তু আগে বলেন, *সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ;* কারণ তত্ত্বের আগে জীবনেরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন; বস্তুত তত্ত্ব বিনাও উত্তম জীবন অনুগ্রহে পূর্ণ, কিন্তু জীবন বিনা তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া অমঙ্গলকর প্রাণে প্রজ্ঞার সঞ্চার হয় না, সেজন্য লেখা আছে, *দুর্জন আমার অন্বেষণ করে, কিন্তু আমাকে পাবে না,* কারণ অধর্মে মনশ্চক্ষু অন্ধ হয়, আর অপকর্মে অন্ধকারময় হলে মানুষ গভীর রহস্যগুলির সন্ধান পেতে পারে না। তাই প্রথম কাজ হল, জীবনের অশুভ কর্ম উচ্ছেদ করা ও জীবনাচরণ সংস্কার করা। এমন অনুক্রম অনুসারে এই সমস্ত কিছু নির্ধারণ ক'রে যাতে অপরাধের সংস্কার থাকে ও পবিত্রতার অনুগ্রহও থাকে, তবেই আমরা শিক্ষণীয় তত্ত্ব অধ্যয়নে মন দিতে পারব—তাও কিন্তু যথারীতি ও যথা নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ আগে নীতিবিদ্যা ও পরে রহস্যময় বিদ্যা। প্রথমগুলি জীবন সংক্রান্ত, দ্বিতীয়গুলি জ্ঞান সংক্রান্ত, ফলত তুমি যদি পরমসিদ্ধি লাভ করতে ইচ্ছা কর, তবে জেনে রেখ যে, জ্ঞান বিনা জীবন নেই, আবার জীবন বিনাও জ্ঞান নেই: বরং উভয় পরস্পর পরিপূরক। এজন্য শাস্ত্র বলে, *নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,* জীবনের ফল সংগ্রহ কর, নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল। তিনি তো আগে বলেন না, *উজ্জ্বল করে তোল,* আগে বলেন, *বীজ বোন,* আবার তিনি কেবল *ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন* বলেন না, কিন্তু পরে এ কথাও বলেন, *জীবনের ফল সংগ্রহ কর,* আর এভাবে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল, যাতে পরমসিদ্ধি চোখে দেখার ফলে শুধু নয়, সংগ্রহ করা ফলগুলিতেই প্রমাণিত হতে পারে। প্রথম সামসঙ্গীতও একই পদ্ধতি পালন করে: আগে পথ চলতে, পরে বিধান জপ করতে শেখায়। বস্তুত দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি, সে ভক্তি ও ধর্মময়তার পথও ছাড়েনি; তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাকে সুখী বলা হয়, কারণ সৎপথে চ'লে ও প্রভুর বিধান নিশিদিন জপ ক'রে সে সুখী হওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে।

শ্লোক প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১
প্র সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক।
উ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।
প্র সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।
উ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

বুধবার

প্রথম পাঠ - হো ১১:১-১১

ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিশোধের চেয়েও গভীর

প্রভু একথা বলছেন:
ইস্রায়েল যখন তরুণ ছিল, আমি তখন তাকে ভালবাসলাম,
মিশর থেকে আমার সন্তানকে ডেকে আনলাম।
কিন্তু আমি তাদের যত ডাকতাম,
তারা আমা থেকে তত দূরে চলে যেত;
তারা বায়াল-দেবদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত,
দেবমূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।

এফ্রাইমকে আমিই হাঁটতে শিখিয়েছিলাম,
নিজেই তাদের হাত ধরে রাখতাম,
কিন্তু আমি যে তাদের যত্ন করছিলাম, তা তারা বুঝল না।
আমি মানবতা-বন্ধন দিয়ে, প্রেম-বাঁধন দিয়েই তাদের আকর্ষণ করতাম;
তাদের পক্ষে আমি এমন একজনেরই মত ছিলাম,
যে আপন শিশুকে মুখের কাছে তুলে নেয়;
তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি তার খাদ্য দিতাম।
সে মিশর দেশে ফিরে যাবে না,
আসিরিয়াই বরং হবে তার রাজা,
তারা যে আমার কাছে ফিরে আসতে অসম্মত হয়েছে!
তাদের শহরগুলির উপরে খড়্গ নেমে পড়বে,
তাদের নগরদ্বারের অর্গল ধ্বংস করবে,
তাদের মতলবের কারণে তাদের গ্রাস করবে।
আমার আপন জনগণ আমাকে ছেড়ে বিপথে যেতে প্রবণ,
উর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে আহূত হলেও
তারা কেউই উর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে জানে না।
এফ্রাইম, কেমন করে আমি তোমাকে ত্যাগ করব?
ইস্রায়েল, কেমন করে পরের হাতে তোমাকে তুলে দেব?
কেমন করে তোমাকে আদ্‌মার মত করব?
কেমন করে তোমার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করব
যেইভাবে ব্যবহার করেছিলাম জেবোইমের প্রতি?
আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে,
আমার অন্তরাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে।
আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না,
এফ্রাইমের সর্বনাশ আর ঘটাব না,
কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই;
আমি তোমার মধ্যে সেই পবিত্রজন,
তোমার কাছে রোষভরে আসব না।
তারা প্রভুর অনুসরণ করবে,
তিনি সিংহের মত গর্জনধ্বনি তুলবেন:
আর তিনি যখন গর্জনধ্বনি তুলবেন,
তখন তাঁর সন্তানেরা পশ্চিম থেকে ছুটে আসবে,
তারা মিশর থেকে চড়ুই পাখির মত,
আসিরিয়া থেকে কপোতের মত ছুটে আসবে,
আর আমি তাদের আপন আবাসে তাদের বাস করাব।
প্রভুর উক্তি।

শ্লোক হো ১১:৮,৯; যেরে ৩১:৩
℣ আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে, আমার অন্তরাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে—প্রভুর উক্তি।
℟ আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।
℣ আমি চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
℟ আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'তত্ত্বাবধান-ঈশ্বরের সংলাপ' ১৩

ঈশ্বর দয়ার অতল সাগর

হে আমার মধুময় প্রভু, তোমার জনগণের উপর ও পুণ্যময়ী মণ্ডলীর নিগূঢ়দেহের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। আমি তোমাকে কতই না অপমান করেছি, ও কতগুলো অমঙ্গলের কারণ ও মাধ্যম হয়েছি—তেমন একটিমাত্র জঘন্য জীবের সম্মান গ্রহণ করার চেয়ে অনেককেই ক্ষমা ও জ্ঞানের আলো দান করেই তুমি অধিক গৌরবান্বিত হবে।

আমি নিজেকে জীবিত, ও তোমার জনগণকে মৃত দেখলে তবে আমার এমন কী হত? এমন কী হত যদি, যে মণ্ডলী আলো হবার জন্যই জন্ম নিয়েছে, আমার পাপের ফলে ও অন্য মানুষদের পাপের ফলে আমি যদি তোমার প্রিয় কনে সেই মণ্ডলীকে অন্ধকারেই নিমজ্জিত দেখতাম?

অতএব, প্রেম যখন মানুষকে তোমার প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্টি করতে তোমাকেই উদ্দীপ্ত করেছে, তখন আমি সেই অসৃষ্ট প্রেমের খাতিরে তোমার জনগণের জন্য দয়া প্রার্থনা করি।

কোন্ কারণেই বা তুমি মানুষকে এত মর্যাদায় ভূষিত করেছিলে? কারণটা অবশ্যই সেই অনির্বচনীয় প্রেম, যা দ্বারা তুমি নিজের মধ্যে তোমার সৃষ্টজীবকে দেখে তার প্রেমে পড়েছ।

কিন্তু যে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় তুমি তাকে রেখেছিলে, পাপের ফলে সে সেই মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। যে প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছিলে, আবার সেই প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি মানবজাতির কাছে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার উপায় দান করতে ইচ্ছা করেছ। এজন্য তুমি তোমার অদ্বিতীয় পুত্র সেই বাণীকে আমাদের দান করেছ।

তিনি আমাদের ও তোমার মধ্যে মধ্যস্থ হলেন। আমাদের অধর্ম নিজের দেহে দণ্ডিত করে তিনি নিজে আমাদের ধর্মময়তা হলেন। তিনি সেই আদেশের প্রতি বাধ্য হলেন, যে আদেশ তুমিই, হে সনাতন পিতা, তাঁকে দিয়েছিলে যখন তাঁকে আমাদের মানবতা পরিয়েছিলে। আহা, কেমন প্রেমের অতল সাগর! তেমন উৎকৃষ্টতাকে তেমন হীনাবস্থায় তথা আমাদের মানবদশায় অবতীর্ণ দে'খে কোন্ হৃদয় দয়ায় বিগলিত না হবে?

আমরা তোমার প্রতিমূর্তি, এবং মানুষের ও তোমার নিজের মধ্যে তুমি যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছ, সেই সংযোগ গুণে তুমিও আমাদের প্রতিমূর্তি—এতে তুমি আদমের বিকৃত মানবতার হীনতর মেঘে নিজের সনাতন ঈশ্বরত্বকে আবৃত করেছ!

এর কারণ কী? নিশ্চয়ই প্রেম!

এ অবর্ণনীয় প্রেমের খাতিরে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, মিনতি জানাই: তোমার সৃষ্টজীবদের প্রতি করুণা দেখাও।

শ্লোক সাম ১০১:১-৩

℣ আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা, তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
℟ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।
℣ নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব, তুমি কবে আমার কাছে আসবে?
℟ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - হো ১৩:১–১৪:১

শেষ দণ্ডাজ্ঞা

এফ্রাইম যখন কথা বলত, তখন ইস্রায়েলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিত;
কিন্তু বায়াল-দেবের ব্যাপারে দোষী হওয়ায় সে মরল।
তবু তারা পাপ করে চলছে,
তাদের রুপো দিয়ে তারা ছাঁচে ঢালাই করা এমন প্রতিমা তৈরি করল,
যা তাদের নিজেদেরই পরিকল্পিত দেবমূর্তি:
সবগুলোই কারুশিল্পীর কাজমাত্র।
সেগুলোর বিষয়ে লোকে বলে: 'কেমন বলির উৎসর্গকারী মানুষ!
বাছুরগুলিকেই তারা চুম্বন করে!'
তাই তারা হবে সকালের মেঘের মত,
শিশিরের মত যা প্রত্যূষে উবে যায়,
তুষের মত যা খামার থেকে দূরে ফেলা হয়,
ধূমের মত যা জানালা থেকে চলে যায়।
অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু!
আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না,
আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
আমিই মরুপ্রান্তরে, সেই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার দেশে, তোমাকে যত্ন করেছি।
তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল,
আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল,
এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
তাই আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হব,
চিতাবাঘের মত পথের ধারে ওত পেতে থাকব,
শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর মত তাদের আক্রমণ করব,
তাদের হৃদয়ের পরদা ছিঁড়ে ফেলব,

আর সেখানে সিংহীর মত তাদের গ্রাস করব:
বন্যজন্তুই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।
ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ!
আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
তোমার সেই রাজা কোথায়, সে যেন তোমাকে ত্রাণ করতে পারে?
তোমার সকল শহরে কোথায় তোমার নেতারা,
ও সেই গণশাসকেরা, যাদের বিষয়ে তুমি বলতে:
'আমাকে রাজা ও জনপ্রধান দাও?'
ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে এক রাজা দিলাম,
এবং কুপিত হয়ে এখন তাকে ফিরিয়ে নিলাম।
এফ্রাইমের অপরাধ ভাল করে আটকে আছে,
তার পাপ গচ্ছিত রাখা আছে।
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে,
কিন্তু সে অবোধ সন্তান,
আসল সময়ে গর্ভের নির্গম-স্থানে উপস্থিত হয় না।
আমি কি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব?
মৃত্যু থেকে কি তাদের আবার মুক্ত করব?
হে মৃত্যু, কোথায় তোমার মহামারী?
হে পাতাল, কোথায় তোমার হত্যাকাণ্ড?
দয়া আমার চোখ থেকে লুক্কায়িত হবে।
এফ্রাইম তার ভাইদের মধ্যে সমৃদ্ধ হোক:
আসবেই সেই পুব-বাতাস,
প্রান্তর থেকে উঠে আসবেই প্রভুর ফুৎকার,
তা তার যত জলের উৎস শুষ্ক করবে,
তার যত ঝরনা শুকিয়ে দেবে,
তার ধনকোষের সমস্ত বহুমূল্য পাত্র কেড়ে নেবে।
সামারিয়া তার নিজের দণ্ড বহন করবে,
কারণ সে তার আপন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তাদের শিশুদের আছড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হবে,
বিদীর্ণ করা হবে গর্ভবতী যত নারীর উদর।

শ্লোক হো ১৩:৬,৯,৪
℟ তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল, আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল, এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
℣ ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
℟ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু! আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না, আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
℣ ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রীষ্টে নিহিত

ধন্য নবী যেরেমিয়া সুসমাচারের জীবনধারণ ও ধর্মময়তা খ্রীষ্টেই দেখাতে গিয়ে সত্যাকাঙ্ক্ষীদের কাছে একথা বলতেন, *তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল। তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।*

বস্তুতপক্ষে পুণ্যবান নবীদের বাণী হল প্রভুর পথ, ও মোশীর বিধান হল খ্রীষ্ট সংক্রান্ত রহস্যগুলির এমন পূর্বপ্রচার যা কেমন যেন প্রতীক ও দৃষ্টান্তের আকারেই ব্যক্ত। তাই তেমন পথগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা সৎপথ তথা খ্রীষ্টীয় জীবনের আদেশ জানতে শিখি, ও সেই পথে অগ্রসর হতে হতে আমাদের প্রাণের প্রকৃত ও আত্মিক বিশ্রাম পাই। এজন্য একথা লেখা আছে যে, *ধার্মিকদের পথ সমতল* করা হয়েছে।

আর আসলে, আমরা যখন বিশ্বাস-বাণী ঘোষণা করে ধর্মময় হয়ে উঠি ও পুণ্য দীক্ষাস্নান দ্বারা অতিশয় ও পরিপূর্ণ রূপে শুচীকৃত হই, তখন কি সেই পথ সত্যিই সরল ও সমতল নয়? তবু ধার্মিকদের পথ অন্য প্রকারেও সমতল, কেননা শত্রুরা পরাজিত হলে, শয়তানের কর্তৃত্ব দূর করা হলে ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করা হলে আর কীবা থাকতে পারে যা ভক্তদের রোধ করতে বা উদ্বিগ্ন করতে পারে?

তুমি কিন্তু এ কথাও বিবেচনা কর, ধার্মিকদের পথ একবার সমতল করা হলে কেমন করে প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো বাতিল করা দরকার। কেননা তিনি এমনি বলেন না যে, প্রভুর পথ হল বিচার-পথ এবং এর ফলে বৃষের আহুতি, মেষের বলি বা আঙুররস ও ধূপের অর্ঘ্যেই সেই বিচার সিদ্ধ; তিনি বরং একথা বলেন যে, বিচার হল ধর্মময়তার নামান্তর। বিচার বলতে ধর্মময়তা বোঝানোই হল ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যেমনটি ধন্য দাউদও বলেন, *রাজার মর্যাদা বিচার ভালবাসে*, অর্থাৎ কিনা রাজা ধর্মময়তা ভালবাসেন। যে রাজ্য ধর্মময়তা ভালবাসে, সেই সমস্ত রাজ্য ঈশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানের যোগ্য। সুতরাং প্রভুর পথ হল বিচার-পথ, আর যারা এ সরল পথে পা বাড়ায়, তিনি তাদের আনন্দের মধ্যেই চালিত করেন, আর তারা বলে ওঠে, *আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু; তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।* হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা সেই খ্রীষ্টেই নিহিত: আমরা নিত্যই তাঁর স্মৃতি পালন করি, তিনি সত্যিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ, কারণ তাঁর দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাই।

শ্লোক সাম ৩১:২,৪

℣ প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

℟ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।

℣ তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

℟ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - হো ১৪:২-১০

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান;
পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
কারণ তুমি তোমার নিজের শঠতায় হোঁচট খেয়েছ।
তোমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
তাঁকে বল: 'সমস্ত শঠতা দূর করে দাও;
যা ভাল, তাই গ্রহণ কর,
তবেই আমরা বৃষের চেয়ে আমাদের ওষ্ঠই তোমার কাছে নিবেদন করব।
আসিরিয়া আমাদের ত্রাণ করবে না,
আমরা ঘোড়ায় আর চড়ব না,
আমাদের আপন হাতের রচনাকে আর কখনও 'আমাদের ঈশ্বর' বলব না,
কারণ তোমারই কাছে পিতৃহীন স্নেহ পায়।'
আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
আমি ইস্রায়েলের পক্ষে হব শিশিরের মত,
সে লিলিফুলের মত ফুটবে,
লেবাননের গাছের মত শিকড় গাড়বে,
তার পল্লব ছড়িয়ে পড়বে,
জলপাইগাছের মত হবে তার শোভা,
লেবাননের মত হবে তার সৌরভ।
তারা আমার ছায়ায় বাস করতে ফিরে আসবে,
শস্য সঞ্জীবিত করে তুলবে,
আঙুরখেত ফলপ্রসূ করবে,
তাদের আঙুররস লেবাননের আঙুররসের মত সুখ্যাত হবে।
দেবমূর্তির সঙ্গে এফ্রাইমের এখন আর কী সম্পর্ক?
আমিই তো সাড়া দিচ্ছি, আমিই তার উপর দৃষ্টি রাখছি;
আমি সতেজ দেবদারুগাছের মত,
আমার দোহাইতে যে তুমি ফলবান!
কে এমন প্রজ্ঞাবান যে এই সমস্ত কথা বুঝতে পারবে?
কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?
কেননা প্রভুর সমস্ত পথ সরল,

ধার্মিকেরাই সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু দুর্জনেরা সেই সমস্ত পথে হোঁচট খায়।

শ্লোক হো ১৪:৫; যোয়েল ৪:২১
℣ আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
℟ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
℣ 'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি, হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!' এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন,
℟ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - ধর্মপাল থেওদরেতোস-লিখিত 'প্রভুর দেহধারণ' ২৬-২৭

আমি তাদের সঙ্কট থেকে তাদের মুক্ত করব

নিজের বিষয়ে যে যন্ত্রণা পূর্বকথিত হয়েছিল, যীশু স্বেচ্ছায় সেই যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হন: তেমন যন্ত্রণার কথা তিনি শিষ্যদের কাছে বারবার পূর্ব ঘোষণা করেছিলেন, এমনকি পিতর যখন সেই কথা শুনে অসন্তোষ দেখিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন, এবং এ সত্য দেখিয়েছিলেন যে, সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জগতের পরিত্রাণ সাধিত হওয়ার কথা। এজন্য যারা তাঁকে ধরতে আসছিল, তিনি তাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন: *তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে!*

অভিযুক্ত হয়ে তিনি উত্তর দেন না; লুকিয়ে থাকতে পারলেও তিনি লুকিয়ে থাকলেন না যদিও অন্য সময়ে তারা তাঁকে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকলে তিনি নিরাপদে চলে গেছিলেন। তাছাড়া তিনি যেরুসালেমের উপর কাঁদলেন—সেই যে যেরুসালেম নিজ অবিশ্বাস দ্বারা তাঁর মৃত্যু ঘটাচ্ছিল—, এবং যেরুসালেমের সেই বিখ্যাত মন্দিরকে সম্পূর্ণ বিনাশদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

নিতান্ত জঘন্য একটা লোক তাঁকে মাথায় আঘাত করবে, এও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। লোকে তাঁকে চপেটাঘাত করল, মুখে থুথু দিল, অপমান করল, নিপীড়ন করল, কশাঘাত করল এবং শেষে ক্রুশে দিল।

ক্রুশদণ্ডে তিনি সঙ্গী রূপে দস্যুদেরই গ্রহণ করলেন, একজন এক পাশে আর একজন অপর পাশে—তারা এমন দস্যু যারা খুনী ও ধূর্ত মানুষ বলে পরিগণিত ছিল। তিনি পিত্তি ও অমঙ্গলকর এক আঙুরলতা থেকে সির্কাও গ্রহণ করলেন, এবং আঙুরলতার শাখা বা আঙুরগুচ্ছের স্থানে কাঁটারই মুকুটে ভূষিত হলেন।

বেগুনি রঙের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে তিনি তাচ্ছিল্যের রাজা হলেন, আর তারা একটা নল দ্বারা তাঁকে মারধর করল। তাঁর বুক বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ হল। শেষে তাঁকে সমাধিমন্দিরে দেওয়া হল।

আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তিনি এ সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে চাইলেন। কেননা যারা পাপ দ্বারা নিজেদের বশীভূত হতে দিয়েছিল, তারা সকলে পাপের দণ্ডের অধীন হয়েছিল; তিনি কিন্তু পাপমুক্ত হয়েও ন্যায্যতার গোটা পথ অতিবাহিত করার পর পাপীদের দণ্ডের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন, ও নিজ ক্রুশ দ্বারা প্রাচীন অভিশাপের দলিলপত্র বিনষ্ট করলেন। এবিষয়ে পল বলেন, *খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত।* কাঁটার মুকুট গ্রহণ করায় তিনি আদমের দণ্ড শেষ করে দিলেন, সেই যে দণ্ড আদম পাপ করলে পর শুনেছিলেন: *তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত: তা তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে।* পিত্তি গ্রহণ করায় তিনি মরজীবনের যত তিক্ততা ও জ্বালা, ও সকল মানুষের দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন। সির্কা পান করে তিনি মানুষদের বিকৃতির জন্য নিজেকেই দোষী করলেন, তাতে তারা শ্রেয়তর অবস্থা লাভ করতে পারল।

বেগুনি রঙের কাপড় তাঁর রাজ্যের প্রতীক, সেই নল দ্বারা দেখানো হয় শয়তানের শক্তি কত না দুর্বল ও অস্থায়ী; চপেটাঘাত আমাদের মুক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—আমাদের যা প্রাপ্য, তিনি সেই দণ্ড, তিরস্কার ও আঘাত নিজের মাথায় তুলে নিলেন।

আদমের বুক থেকে সেই নারী উদ্ভূত হয়েছিলেন, যিনি নিজ পাপ দ্বারা মৃত্যু প্রসব করেছিলেন; কিন্তু নব আদম সেই খ্রীষ্টের বুক থেকে সেই জীবন-জল নির্গত হল যা দু'টো জলস্রোত দ্বারা জগৎকে সঞ্জীবিত করে থাকে: প্রথমটা দীক্ষাকুণ্ডে আমাদের নবীকৃত করে ও অমর জীবন দান করে; দ্বিতীয়টা আমাদের নবজন্মের পর ঐশভোজে আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে—ঠিক যেমন দুধ শিশুদের পরিপুষ্ট করে পূর্ণগঠিত করে।

শ্লোক ইসা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪
℣ তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
℟ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
℣ তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
℟ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৫:১-৫,৩২-৩৫; ১৬:১-৮

যুদা-রাজ আজারিয়া, যোথাম ও আহাজ

ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সপ্তবিংশ বছরে যুদা-রাজ আমাজিয়ার সন্তান আজারিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। আজারিয়া প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। প্রভু রাজাকে আঘাত করলেন, আর রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন। রাজার সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকার দ্বিতীয় বছরে উজ্জিয়ার সন্তান যোথাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেরুসা, তিনি সাদোকের কন্যা। যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন।

রেমালিয়ার সন্তান পেকার সপ্তদশ বছরে যুদা-রাজ যোথামের সন্তান আহাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেকেও আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন। তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

সেসময়েই আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁরা যেরুসালেম অবরোধ করলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। কিন্তু এদোমের রাজা এদোমের জন্য এলাৎ পুনর্জয় করলেন; তিনি সেখান থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দিলেন, আর এদোমীয়েরা তা দখল করে সেখানে বসতি করল—আজ পর্যন্ত। আহাজ আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাস ও আপনার সন্তান। আপনি এসে আরাম-রাজের হাত থেকে ও ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করুন, তারা যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ৬:১,২১; প্রবচন ১:৭

প্ শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর; সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
উ হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।
প্ প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত।
উ হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি — প্রভুর আগমন, উপদেশ

সমগ্র পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও উন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আহা, আকাঙ্ক্ষিত কাল; আহা, প্রসন্নতার কাল! এমন কাল, যা প্রত্যেক পুণ্যজন প্রতিদিন প্রার্থনাকালে বাসনা করে বলে, *তোমার রাজ্যের আগমন হোক; তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আমি এ পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি, তার উপর তো পা বাড়িয়ে আছি; এ পৃথিবী অনুভব করছি—আমি তো এ পৃথিবী: পৃথিবী দুটোতে শ্রম রয়েছে, রয়েছে হাহাকার, ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে ক্রোধই রয়েছে। এসংসারের অধিপতি এখনও অবিশ্বাস-সন্তানদের মধ্যে রাজত্ব করছে; সে প্রতিদিন বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আর পুণ্যজনদের মধ্যে প্রায়ই এমন কেউ নেই, যে তার উত্তেজনা অনুভব করে না। অথচ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। বস্তুত আমি জানি, এই যে পৃথিবীর উপর আমি পা বাড়িয়ে আছি, একদিন তা ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী হবে, ও যিনি একদিন সিংহাসনে বসবেন তিনি বলবেন, *দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।* কিন্তু এ পৃথিবী যা আমি বহন করছি, তাও হবে ঈশ্বরের গৌরবে পরিপূর্ণ। আদমে যে পৃথিবী অভিশপ্ত হয়েছিল, আজকের মত তা আমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে: পৃথিবী অসুস্থ ও পীড়িত, ধীর ও ভারী, বহু উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগে আক্রান্ত, বহু রোগে নিমজ্জিত। তবু *প্রাণ আমার, কেন অবসন্ন তুমি? তুমি কেন আমার মধ্যে গর্জন কর?* সমগ্র পৃথিবীই তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে!

কিন্তু এ সমস্ত কিছু কবে ঘটবে? তিনি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসে *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন,* ও পর্বতের উপরে যে গৌরব রূপান্তরিত প্রভুর মুখে দেখা দিয়েছিল সেই গৌরব পুনরুত্থানের পরে সনাতন অমরত্বে গৃহীত হয়ে এই পৃথিবীতে দেখা দেবে, তখন আমরা *এক নতুন সঙ্গীত* গান করব, ও *ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি* ধ্বনিত হবে: *দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে, মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে।*

তবেই আমরা জানতে পারব সেই রূপান্তর কেমন; এখন কিন্তু আমাদের দেহ মরণশীল, এমনকি মৃত, যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *পাপের কারণে আমাদের দেহ মৃত।* তাই আমাদের দেহ এখন মরা, অশুচি, অসুস্থ, জঘন্য, নশ্বর; কিন্তু একদিন এ দেহ সেই প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে, যিনি আমাদের মরা মাংস সঞ্জীবিত করবেন, আমাদের অশুচি মাংস শুচীকৃত করবেন, আমাদের অসুস্থ মাংস নিরাময় করবেন, ও নশ্বর এ মাংস অবিনশ্বর করে তুলবেন। প্রশ্ন করি: দেহের ভাবী সুখ যখন তেমন মহান, তখন আত্মার আনন্দ কেমন হবে?

সৃষ্টজীবের মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন, স্রষ্টার মধ্যে স্রষ্টাকে ভালবাসা, স্রষ্টার মধ্যে ও সৃষ্টজীবেরও মধ্যে স্রষ্টার প্রশংসা—এ হবে আমাদের আনন্দের কারণ। *মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ ছিল।* কোন্ মন্দির? প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে: *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!* যদিও আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের দেহও ঈশ্বরের মন্দির, তবু আত্মাই বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের মন্দির—এ তো সেই মন্দির, যেখানে বর্তমান জীবন অতিবাহিত হতে হতে আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই বলি উৎসর্গ করি যা তিনি অবজ্ঞা করেন না, তথা আমাদের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়। এ তো সেই মন্দির, যেখানে এ দেহের ক্ষয়শীলতা শেষ হলে ও আমরা সনাতন জ্যোতির রাজ্যে স্থানান্তরিত হলে ও ঈশ্বর আমাদের সমস্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিলে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই স্তুতি-নৈবেদ্য উৎসর্গ করব যা বিষয়ে ইসাইয়ার মুখ দিয়ে তিনি নিজে বলেছিলেন, *স্তুতি-নৈবেদ্যই আমার প্রতি সম্মান।* প্রভু, এ বর্তমানকালে আমাদের অনুতাপের বলি তোমাকে প্রসন্ন করুক, যাতে তুমি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসবে, তখন স্তুতি-নৈবেদ্যই তোমার প্রতি সম্মান।

শ্লোক সাম ৭২:১৮,১৯

℟ ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক।
℣ ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!
℟ সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক। আমেন, আমেন।
℣ ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!